গৌড়ীয় ব্যাকরণ

তদ্ভাষা বিরচিত

শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায়দ্বারা পাণ্ডুলিপি।

কলিকাতা স্কুলবুক্ সোসাইটিদ্বারা মুদ্রিত হইল।

A

GRAMMAR

OF

THE BENGA'LI' LANGUAGE.

BY THE LATE RAMMOHUN ROY.

CALCUTTA:

PRINTED AT THE CALCUTTA SCHOOL-BOOK SOCIETY'S PRESS,
AND SOLD AT THEIR DEPOSITORY, CIRCULAR ROAD.

1845.

ভূমিকা।

সর্ব্বদেশীয় ভাষাতে একং ব্যাকরণ প্রসিদ্ধ আছে যদ্দ্বারা তত্তদ্ভাষা লিখনে ও শুদ্ধাশুদ্ধ বিবেচনা পূর্ব্বক কথনে উত্তম শৃঙ্খলামতে পারগ হয়েন; কিন্তু গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ না থাকাতে ইহার কথনে ও লিখনে সম্যক্রূপে রীতিজ্ঞান হয় না, এবং বালকদিগের আপন ভাষা ব্যাকরণ না জানাতে অন্য ভাষা ব্যাকরণ শিক্ষা· কালে অত্যন্ত কষ্ট হয, আর আপন ভাষা ব্যাকরণ যাহার বোধ অল্প পরিশ্রমে সম্ভবে তাহা জানিলে অন্যং ভাষা ব্যাকরণ জ্ঞান অনায়াসে হইতে পারে। এ কারণ স্কুলবুক্ সোসাইটির অভিপ্রায়ে শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায় ঐ গৌড়ীয় ভাষা ব্যাকরণ তদ্ভাষায় করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। পরন্তু তাঁহার ইংলণ্ড গমন সময়ের নৈকট্য হওয়াতে ব্যস্ততা ও সময়ের অল্পতা প্রযুক্ত কেবল পাণ্ডুলিপি মাত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, পুনর্দৃষ্টিরও সাবকাশ হয় নাই; পরে যাত্রাকালীন ইহার শুদ্ধাশুদ্ধ ও বিবেচনার ভার স্কুলবুক্ সোসাইটির অধ্যক্ষের প্রতি অর্পণ করিয়াছিলেন, তেঁহ যত্নপূর্ব্বক তাহা সম্পন্ন করিলেন। ইতি।

গৌড়ীয় ব্যাকরণের সূচীপত্র।

গৌড়ীয় ব্যাকরণ।

প্রথম অধ্যায়।

১ প্রকরণ।

সকল প্রাণির মধ্যে মনুষ্যের এক বিশেষ স্বভাব সিদ্ধ ধর্ম্ম হয়, যে অনেকে পরস্পর সাপেক্ষ হইয়া একত্র বাস করেন। পরস্পার সাপেক্ষ হইয়া এক নগরে অথবা এক গৃহে বাস করিতে হইলে সুতরাং পরস্পারের অভিপ্রায়কে জানিবার এবং জানাইবার আবশ্যক হয়। মনুষ্যের অভিপ্রায় নানাবিধ হইয়াছে, এবং কণ্ঠ তালু ওষ্ঠ ইত্যাদির অভিঘাতে নানা প্রকার শব্দ জন্মিতে পারে; এনিমিত্তে এক২ অভিপ্রেত বস্তুর বোধ জন্মাইবার নিমিত্তে এক২ বিশেষ শব্দকে দেশ ভেদে নিরূপিত করিয়াছেন।* যেমন ভিন্ন২ বৃক্ষ সকলের বোধের নিমিত্তে আম্র, জাম, কাঁঠাল, ইত্যাদি ভিন্ন২ ধ্বনিকে গৌড়দেশে

* স্ব২ অভিপ্রায়কে অঙ্গভঙ্গির দ্বারা কিম্বা অন্য চিহ্নের দ্বারাতেও জানাইয়া থাকেন।

নিৰূপণ করেন, সেই ৰূপ ভিন্ন২ ব্যক্তি সকলের উদ্বোধের নিমিত্তে রামচন্দ্র, রামহরি, রামকমল, ইত্যাদি নাম স্থির করিতেছেন; সেই২ ধ্বনিকে শব্দ ও পদ কহেন, এবং সেই২ ধ্বনিহইতে যাহা বোধ-গম্য হয় তাহাকে অর্থ ও পদার্থ কহিয়া থাকেন।

দূরস্থিত ব্যক্তির নিকটে শব্দ যাইতে পারে না, একারণ লিপিতে অক্ষরের সৃষ্টি করিলেন, যাহার সাঙ্কেতজ্ঞান হইলে কিংনিকটস্থ কি দূরস্থ ব্যক্তিরা অক্ষরদর্শনদ্বারা বিশেষ২ শব্দের উপলব্ধি করিতে পারেন, ও শব্দজ্ঞানদ্বারা সেই২ শব্দের বিশেষ২ অর্থ জ্ঞান হয়।

এ শব্দ ও ঐ অক্ষর নানা দেশে সঙ্কেতের প্রভেদে নানা প্রকার হয়, সুতরাং তাহাকে সেই২ দেশীয় ভাষা ও সেই২ দেশীয় অক্ষর কহা যায়। সেই সকল ভিন্ন২ দেশীয় শব্দের বর্ণগত নিয়ম ও বৈলক্ষণ্যের প্রণালী ও অন্বয়ের রীতি যে গ্রন্থের অভিধেয় হয়, তাহাকে সেই২ দেশীয় ভাষার ব্যাকরণ কহা যায়।

বৈয়াকরণেরা শব্দকে বর্ণের দ্বারা বিভক্ত করেন, সেই প্রত্যেক বর্ণ শব্দের আমূল হয়। এক বর্ণ কিম্বা বহু বর্ণ একত্র হইয়া যখন কোন এক অর্থকে কহে,

তখন তাহাকে পদ কহা যায়। পদ সকল পরস্পার অন্বিত হইয়া অভিপ্রেত অর্থকে যখন কহে, তখন সেই সমুদায়কেঁ বাক্য কহি;* অতএব বর্ণ ও পদ ও বাক্য ব্যাকরণের বিষয় হইয়াছেন।

ব্যাকরণের প্রথম অংশ উচ্চারণশুদ্ধি এবং লিপিশুদ্ধির জ্ঞান জন্মায়।

ব্যাকরণের দ্বিতীয় অংশের দ্বারা প্রত্যেক পদ কোন প্রকরণীয় হয় ও ন্যূনাধিক্যের দ্বারা কি রূপে অর্থের বিপর্য্যয় হয় ইহার বোধ জন্মে, ঐ অংশকে পদন্যাস শব্দে কহি; যেমন, আমি আ-মাকে আমার, ইহা সুবন্ত প্রকরণীয় হয়। এবং ন্যূনাধিক্যের দ্বারা কর্ত্তার কর্ম্মের সম্বন্ধের বোধ জন্মাইতেছে। দিলাম দিলে দিলেক, ইহা আখ্যাত প্রকরণীয় হয়; এবং বর্ণ ন্যূনাধিক্যের দ্বারা প্রথম পুরুষ দ্বিতীয় পুরুষ তৃতীয় পুরুষ ইহার উপ-লব্ধি হয়।

---

* বাক্যে পদ সকলের কখন উচ্চারণ হইয়া থাকে; যেমন, "তুমি যাও;" কখন বা কোন পদের অধ্যাহার হয়, যেমন, "যাও," অর্থাৎ তুমি যাও। অন্য শব্দ উদ্বোধক হইলে কখন সম্পূর্ণ বাক্যের অধ্যাহার হয়; যেমন, "আহার করিয়াছ?" ইহা জিজ্ঞাসিলে, "হাঁ," এই উত্তর "আহার করিয়াছি," এই বাক্যের উদ্বোধক হয়।

ব্যাকরণের তৃতীয় অংশ কি রূপে পদ সকলের বিন্যাসের দ্বারা অন্বয়বোধ হয় তাহা দর্শায়।

ব্যাকরণের চতুর্থ অংশের দ্বারা কি রূপে গুরু লঘু মাত্রা উপলক্ষিত হইয়া পদবিন্যাসে অন্বয়-বোধ হয় ইহা বিদিত করায়।

---

২ প্রকরণ।

উচ্চারণশুদ্ধি এবং লিপিশুদ্ধি প্রকরণ।

অক্ষর দুই প্রকার হয়, ব্যঞ্জন অর্থাৎ হল এবং স্বর। অন্য অক্ষরের সহায়তা ব্যতিরেকে যাহা স্বয়ং উচ্চারিত হয় না তাহাকে হল্ কহি; যেমন ক, খ, ইত্যাদি, ইহার ক্রোড়স্থ অকার কিম্বা ইকার ইত্যাদি স্বর ব্যতিরেক উচ্চারণ হয় না। যাহা স্বয়ং উচ্চারিত হয়, এবং ব্যঞ্জনের সহিত যুক্ত হইয়া তাহাদিগকে উচ্চারণ যোগ্য করে, তাহাকেই স্বর কহা যায়; যেমন অ, আ, ইত্যাদি।

গৌড়ীয়েরা সংস্কৃত ব্যাকরণানুসারে তাঁহাদের অক্ষর সকলকে ৩৪ হলে এবং ১৬ স্বরে বিভক্ত করিয়াছেন, কিন্তু ইহার মধ্যে অনেক অক্ষর গৌ-ড়ীয় ভাষাতে উচ্চারণে আইসে না; কেবল সংস্কৃত

পদের ব্যবহার ভাষায় যখন করেন, তখন ঐ সকল অক্ষরকে লিখিবার প্রয়োজন হয়।

হলবর্ণ।

ক খ গ ঘ ঙ। চ ছ জ ঝ ঞ। ট ঠ ড ঢ ণ। ত থ দ ধ ন। প ফ ব ভ ম। য র ল ব শ ষ স হ ক্ষ।

স্বরবর্ণ।

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ।

ণ য় ব ষ ঋ ৠ ঌ ৡ অং অঃ, এই কয় অক্ষর সংস্কৃত পদ ব্যতিরেকে গৌড়ীয় ভাষায় প্রাপ্ত হয় না।

প্রথম বর্গ। ক খ গ ঘ ঙ, এবং অ আ এ ঐ ও ঔ হ, এই কয় অক্ষরের উচ্চারণ কণ্ঠহইতে হয়।

দ্বিতীয় বর্গ। চ ছ জ ঝ ঞ, এবং য শ ই ঈ, ইহার উচ্চারণ তালুহইতে হয়।

তৃতীয় বর্গ। ট ঠ ড ঢ ণ, এবং র ষ ঋ ৠ, এ সকল বর্ণ মূর্দ্ধন্য হয়।

চতুর্থ বর্গ। ত থ দ ধ ন, এবং ল স ব ঌ ৡ, এ কয় বর্ণ দন্তহইতে উচ্চারিত হয়।

পঞ্চম বর্গ। প ফ ব ভ ম, এবং উ ঊ, ইহার উচ্চারণ ওষ্ঠহইতে হয়।

---

৩ প্রকরণ।

প্রতি বর্গের দ্বিতীয় এবং চতুর্থ অক্ষর প্রথম এবং তৃতীয়ের তুল্য হইয়া তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ কাঠিন্য-পূর্ব্বক উচ্চারিত হয়; যেমন ক ও খ উভয় প্রায় তুল্য উচ্চারণ রাখে, সেই রূপ গ ও ঘ, চ ও ছ, জ ও ঝ, ইত্যাদি জানিবে। ঙ সানুনাসিক ঙকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়, কিন্তু যখন অন্য বর্ণের পূর্ব্বে সংযুক্ত হয় তখন সানুনাসিক অকারের ন্যায় উচ্চারণ হয়, যেমন লঙ্কা। ঞ সানুনাসিক ইকারের প্রায় উচ্চারিত হয়। আর বিন্দু অনুস্বারের চিহ্ন হয়, কিন্তু স্বরবর্ণ বিনা শেষে অনুস্বার কুত্রাপি প্রাপ্ত হয় না; যেমন রাম রামং, গুরু গুরুং।

ঃ অধ উর্দ্ধস্থিত দুই বিন্দু বিসর্গের চিহ্ন হয়। বিসর্গও বিনা স্বরবর্ণ প্রাপ্ত হয় না; যে শব্দে অনুস্বার ও বিসর্গ থাকে তাহাকে অবশ্যই সংস্কৃত জানিবে।

নিয়মের অতিক্রম।

দন্ত্য সকারের স্থানে ছ লিখে এবং উচ্চারণ করে, যেমন মোসলমান তাহার স্থানে মোছলমান।

ঞ যখন চ ছ জ ঝয়ের পূর্ব্বে আইসে, তখন নকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়, যেমন চঞ্চল, ঝঞ্ঝা,

পিঞ্জর, বাঞ্ছা; কিন্তু যখন জয়ের নীচে সংযুক্ত হয় তখন যকারযুক্ত সানুনাসিক গয়ের ন্যায় প্রায় উচ্চারিত হয়, যেমন জ্ঞ; আর যখন চ শ ইহার পরে আইসে তখন কঠিন সানুনাসিক গকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়, যেমন যাঁচ্ঞা ইত্যাদি।

ড অতি গুরুতর রেফের ন্যায় ও ঢ় অত্যন্ত গুরুতর রেফের ন্যায় উচ্চারিত হয়, যেমন বড় খাড়া, দৃঢ় গাঢ়; কিন্তু কেবল শব্দের প্রথমে আর অন্য বর্ণের সহিত সংযুক্ত হইলে স্বীয় ২ উচ্চারণ ত্যাগ করে না, যেমন ডাল ঢাল, গড্ডলিকা উড্ড।

ভাষাতে ণ ও ন এ দুইয়ের সমান উচ্চারণ। ম যখন সংযোগের দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় বর্ণ হয, তখন প্রায় আপন উচ্চারণ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব বর্ণকে সানুনাসিক করে, যেমন স্মৃতি, লক্ষ্মী; বস্তুত গৌড়ীয় ভাষার উচ্চারণগত বহু দোষের মধ্যে এ এক প্রধান দোষ হয়, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক।

অন্তস্থ যকার পদের আদি থাকিলে বর্গীয় জকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়, যেমন যমুনা; যকারের সহিত হইলে কঠিন জকারের ন্যায় উচ্চারণ হয়, যেমন ন্যায্য, ধৈর্য্য; কিন্তু অন্য ২ স্থানে প্রায় পূর্ব্ব অক্ষরকে দ্বিত্বের ন্যায় উচ্চারিত করে,

যেমন বাক্য, পদ্য। অন্তস্থ ব ও বর্গীয় ব দুই-য়ের লিখনে একই আকার এবং উচ্চারণও এক প্রকার হয়, কিন্তু অন্য বর্ণের পরে সংযুক্ত থাকিলে প্রায় দন্ত্য উচ্চারণ হইয়া থাকে, যেমন দ্বারা; কিন্তু র গ ম ইহার পরে থাকিলে ওষ্ঠ্য উচ্চারিত হয়। বিশেষ এই, যে রেফের যোগে দ্বির্ভাব হইয়া থাকে, যেমন বর্ব্বর, দুর্গা, অম্বা।

শ ষ স, এই তিন বর্ণের উচ্চারণ সংস্কৃতে তিন পৃথক্ স্থানে হয়, অর্থাৎ তালু মূর্দ্ধা দন্ত, কিন্তু গৌড়ীয় ভাষাতে প্রায়ই তিনের এক উচ্চারণ হইয়া থাকে, অর্থাৎ তিনকে তালুহইতে উচ্চারণ করিয়া থাকে, যেমন শব্দ, ষণ্ড, সেবক।

এ স্থলে ইহা জানা কর্ত্তব্য, যে অতি অল্প শব্দ আছে যাহার প্রথমে মূর্দ্ধন্য ষ হয়, আর তালব্য শ যখন র ঋ ন এ তিনের প্রথমে সংযুক্ত হয়, তখন দন্ত্য রূপে উচ্চারিত হয়, যেমন শ্রদ্ধা, শৃগাল, প্রশ্ন। সেই রূপে দন্ত্য সকার, ও ত থ ন র ঋ, ইহার প্রথমে সংযুক্ত হইলে আপনার দন্ত্য উচ্চারণ রাখিবে, যেমন স্তব, স্থান, স্নান, স্রুক, সৃষ্টি; আর প অক্ষরের পরে সংযুক্ত হইলেও ঐ রূপ দন্ত্য উচ্চারণ হয়, যেমন লিপ্সা, ইত্যাদি।

ক্ষ বস্তুত ক য এই দুই অক্ষরের সংযোগাধীন নিষ্পন্ন হয়; কিন্তু গৌড়ীয় ভাষাতে খ ষ এই দুইয়ের সংযোগের ন্যায় উচ্চারণ হয়।

ঌ ৡ এ দুই স্বর ভাষাতে যেমন ই ঈ যুক্ত লকারের উচ্চারণ রাখে; সেই রূপ ঋ ৠ ইহাও ই ঈ যুক্ত রেফের ন্যায় উচ্চারণ করে। অতএব গৌড়ীয় ভাষায় এ দুই স্বরের কোন প্রয়োজন রাখে না, কেবল ঐ দুই স্বরে সংযুক্ত সংস্কৃত শব্দ সকলকে শুদ্ধ লিখিবার নিমিত্তে ইহা জানিবার প্রয়োজন হয়।

---

৪ প্রকরণ।

অক্ষর সকলের সংযোগ বিধান।

যখন স্বর সকল হলের পরে এ রূপে সংযুক্ত হয় যাহাতে সকৃৎ অবঘাতে দুইয়ের উচ্চারণ হইয়া থাকে, তখন ঐ সকল স্বরের লিপিগত বৈলক্ষণ্য হয়। কেবল বিসর্গ, অনুস্বার, ও ঌ ৡ, এই চারি বর্ণের আকারের অন্যথা হয় না। অকার যখন হলের পরে আইসে তখন তাহার কোন চিহ্ন থাকে না, যেমন কর; যদ্যপিও বস্তুত চারি অক্ষর অর্থাৎ ক অ র অ হইয়াছে, তথাপি লিপিতে দুই অক্ষর অর্থাৎ ক র মাত্র আইসে।

কেবল স্বর	হলের অন্ত স্বর	কেবল স্বর	হলের অন্ত স্বর
আ	কা	ৠ	কৄ
ই	কি	এ	কে
ঈ	কী	ঐ	কৈ
উ	কু	ও	কো
ঊ	কূ	ঔ	কৌ
ঋ	কৃ		

কোন২ যুক্ত অক্ষর পূর্ব্বলিখিত রীতির অন্য প্রকার লিখিত হয়। তাহার উদাহরণ।

প্রথমত, হল্ ও স্বরের সংযোগ; যেমন ঙ্গ, গু, ত্ত, রু, রূ, শু, হু, হৃ, ইত্যাদি।

দ্বিতীয়, হলবর্ণের পরস্পর সংযোগের সামান্য রীতি।

য অন্য হলবর্ণের অন্তে সংযুক্ত হইলে "্য" এই প্রকার রূপ হয়, যথা ক্য, খ্য, ইত্যাদি।

রেফের "্র" এই রূপ আকার হয়, যেমন ক্র, খ্র, ইত্যাদি। যখন ঐ রেফ হলবর্ণের উপরে সংযুক্ত হয়, তখন তাহাকে "র্" এই প্রকার লেখা যায়, যেমন র্ক।

ন, ম, ল, ব, এবং প্রায় তাবৎ হলবর্ণ, যখন

অন্য হলবর্ণের অন্তে সংযুক্ত হয় তখন কেবল তাহার মাত্রা থাকে না, যেমন ক্ন, ক্ম ক্ল, ক্ব।

আর পরে লিখা যাইতেছে যে সকল সংযুক্ত হলবর্ণ তাহার লিখনের কোন বিশেষ বিধান নাই।

ক ত,	সংযোগে	ক্ত	ত ত র,	সংযোগে	ত্ত্র
ক র,	......	ক্র	ত য,	......	ত্য
গ ধ,	......	গ্ধ	ত র,	......	ত্র
ঙ ক,	......	ঙ্ক	দ ধ,	......	দ্ধ
ঙ গ,	......	ঙ্গ	ন থ,	......	ন্থ
ঞ চ,	......	ঞ্চ	ন ধ,	......	ন্ধ
জ ঞ,	......	জ্ঞ	ভ র,	......	ভ্র
ঞ জ,	......	ঞ্জ	ব দ,	......	ব্দ
ট ট,	......	ট্ট	ষ ণ,	......	ষ্ণ
ণ ড,	......	ণ্ড	স থ,	......	স্থ
ত ত,	......	ত্ত	হ ম	......	হ্ম
ত থ,	......	ত্থ			

এই সকল সংযুক্ত হলবর্ণ যাহার রূপ পূর্ব্বে লিখা গেল লেখকের ইচ্ছামতে অবিকল তাহা লিখিলেও হয়; অথবা আপন২ স্বরূপের অবিনাশে অক্ষর দ্বয়ের সংযোগ করিলেও হয়, যেমন ঙ্ক, ঙ্গ, ইত্যাদি।

আর যে স্থলে তকারে স্বরের সংযোগ না থাকে সে স্থলে তকারকে "ৎ" এই প্রকার লেখা যায়, যেমন দীব্যৎ।

পত্রাদির উপরিভাগে (৭) এই সপ্ত সংখ্যার অঙ্ক, যাহার দ্বারা সুণ্ডাকার সাদৃশ্যে গণেশকে বোধ হয়, বিঘ্ননাশের নিমিত্ত তাহাকে কেহ২ লিখিয়া থাকেন। "ঁ" ইহার নাম বৈয়াকরণেরা চন্দ্রবিন্দু কহেন, এবং ইহার যোগ যে অক্ষরের উপরে থাকে তাহার উচ্চারণ সানুনাসিক হয়, যেমন বাঁশ; আর অন্য অক্ষরের যোগ ব্যতিরেকে লিখিলে মৃত ব্যক্তিকে বুঝায়।

যে হলবর্ণের পরে কোন স্বর সংযোগ না থাকে তাহার নীচে "্" এই প্রকার চিহ্ন দিয়া থাকেন, যেমন স্রুক্, বাক্; কিন্তু এ নিয়ম লিপিকালে সর্ব্বদা রহে না। অকারান্ত তাবৎ সংস্কৃত শব্দ যাহার উপান্তে হল্ সংযুক্ত হয়, সেই সকল শব্দকে গৌড়ীয় ভাষায় যখন ব্যবহার করা যায়, তখন অকারান্ত উচ্চারণ করিয়া থাকেন, যেমন কৃষ্ণ, হৃষ্ট, রুদ্র, শব্দ, ইত্যাদি। সেই রূপ গৌড়ীয় ভাষায় অকারান্ত বিশেষণ শব্দ অকারান্ত উচ্চারণ হয়, যেমন ছোট, খাট; এতদ্ভিন্ন তাবৎ অকারান্ত

শব্দ হলন্ত উচ্চারিত হয়, যেমন ঘট্, পট্, রাম্, রাম্‌দাস্, উত্তম্, সুন্দর্, ইত্যাদি।

দুই স্বরের অথবা দুই হলের সংযোগে সংস্কৃত ভাষায় উচ্চারণান্তর হয়. যেমন মুর অরি, মুরারি; পরম ঈশ্বর, পরমেশ্বর; তৎটীকা, তট্টীকা, ইত্যাদি। এ সকল জানিবার রীতি সংস্কৃত সন্ধি প্রকরণে আছে, এবং ভাষায় সেই রীতিক্রমে ঐ শব্দ সকল ব্যবহার্য্য হইয়াছে। অতএব সংস্কৃত সন্ধি প্রকরণ ভাষায় উপস্থিতি করিলে, তাবৎ গুণদায়ক না হইয়া বরঞ্চ আক্ষেপের কারণ হয়; এ কারণ তাহা এ স্থলে লিখা গেল না।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

১ প্রকরণ।

পদবিধান।

তাবৎ শব্দ প্রথমতঃ এই দুই প্রকারে বিভক্ত হয়, অর্থাৎ যে শব্দের অর্থ প্রাধান্য রূপে জ্ঞানের বিষয় হয় তাহাকে বিশেষ্য কহে; যেমন, রাম যাইতেছেন, রাম সুন্দর, ইত্যাদি স্থলে রামের জ্ঞান প্রাধান্য রূপে হয়, এ নিমিত্তে রাম বিশেষ্য।

আর যাহার অর্থ অপ্রাধান্য রূপে বুদ্ধির বিষয় হয় তাহাকে বিশেষণ পদ কহে; যেমন, রাম যাইতেছেন, রাম সুন্দর, ইত্যাদি স্থলে, যাইতেছেন ও সুন্দর এ দুই শব্দের অর্থ রাম শব্দের অর্থেতে অনুগত হয়, এ কারণ বিশেষণ পদ কহে।

বিশেষ্য পদের বিভাগ।

বিশেষ্য পদকে নাম কহি, অর্থাৎ এ রূপ বস্তুর নাম হয় যাহা আমাদের বহিরিন্দ্রিয়ের গোচর হইয়া থাকে; যেমন, রাম, মানুষ, ইত্যাদি। অথবা যাহার উপলব্ধি কেবল অন্তরিন্দ্রিয়দ্বারা হয় তাহাকেও এই রূপ নাম কহেন; যেমন, ভয়, প্রত্যাশা, ক্ষুধা, ইত্যাদি।

ঐ নামের মধ্যে কতিপয় নাম বিশেষ২ ব্যক্তির প্রতি নির্দ্ধারিত হয়, তাহাকে ব্যক্তিসংজ্ঞা কহি; যেমন, রামচরণ, রামভদ্র, ইত্যাদি। আর কতিপয় নাম এক জাতীয় সমূহ ব্যক্তিকে কহে, তাহাকে সাধারণ সংজ্ঞা কহি; যেমন, মনুষ্য, গোরু, আম্র, ইত্যাদি। এবং কতক নাম নানা জাতীয় সমূহকে কহে, যাহার প্রত্যেক জাতি অন্য২ জাতিহইতে বিশেষ২ ধর্ম্মের দ্বারা বিভিন্ন হয়, তাহাকে সর্ব্বসাধারণ বা সামান্য সংজ্ঞা কহি; যেমন, "পশু," গোরু,

হস্তি, প্রভৃতি নানাবিধ বিজাতীয় পদার্থ সমূহকে কহে; এবং "বৃক্ষ" নানাবিধ বিজাতীয়, আম, জাম, কাঁটাল, ইত্যাদিকে প্রতিপন্ন করে।

ঐ নামের মধ্যে কতিপয় শব্দ ব্যক্তি বিশেষকে প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত নির্দ্ধারিত হয়, অথচ ঐ সকল শব্দ স্বয়ং স্বতন্ত্র বিশেষ২ ব্যক্তিকে কিম্বা বিশেষ ব্যক্তিসমূহকে নিয়ত অসাধারণরূপে প্রতিপন্ন করে না, ঐ সকলকে প্রতিসংজ্ঞা কহি; যেমন, আমি, তুমি, সে, ইত্যাদি।

বিশেষণ পদের বিভাগ।

বিশেষণ শব্দের মধ্যে যাহারা বস্তুর গুণকে কিম্বা অবস্থাকে কাল সম্বন্ধ ব্যতিরেকে কহে, সে সকল শব্দকে গুণাত্মক বিশেষণ কহি; যেমন, ভাল, মন্দ, ইত্যাদি। আর যাহারা কালের সহিত সম্বন্ধ পূর্ব্বক বস্তুর অবস্থাকে কহে, তাহাকে ক্রিয়াত্মক বিশেষণ কহি; যেমন, আমি মারি, তুমি মারিবে। যাহারা অন্য ক্রিয়াগত কালের সাপেক্ষ হইয়া বস্তুর কাল সংক্রান্ত অবস্থাকে কহে, সে সকল শব্দকে ক্রিয়াপেক্ষ ক্রিয়াত্মক বিশেষণ কহি; যেমন, তিনি প্রহার করত বাহিরে গেলেন, ভোজন করিতে২ কহিয়াছিলেন। যাহারা ক্রিয়া কিম্বা

গুণাত্মক বিশেষণের অবস্থাকে কহে, সে সকল শব্দকে বিশেষণীয় বিশেষণ কহি; যেমন, তিনি শীঘ্র যান, তিনি অত্যন্ত মৃদু হন। যে সকল শব্দকে পদের পূর্ব্বে কিম্বা পরে নিয়মমতে রাখিলে সেই পদের সহিত অন্য শব্দের সম্বন্ধ বুঝায়, সেই শব্দকে সম্বন্ধীয় বিশেষণ কহি; যেমন, রামের প্রতি ক্রোধ হইয়াছে। যাহারা দুই বাক্যের মধ্যে থাকিয়া ঐ দুই বাক্যের অর্থকে পরস্পর সংযোগ কিম্বা বিযোগ রূপে বুঝায়, অথবা দুই শব্দের মধ্যে থাকিয়া এক ক্রিয়াতে অন্বয় বোধক হয়, কিন্তু কোন শব্দের বিভক্তির বিপর্য্যয় করে না, সে সকল শব্দকে সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ কহি; যেমন, তিনি আমাকে অশ্ব দিতে চাহিলেন, কিন্তু আমি লইলাম না; আমি এবং তুমি তথায় যাইব; আমাকে ও তোমাকে দিয়াছেন। যাহারা অন্য শব্দ সংযোগ বিনাও ঝটিতি উপস্থিত অথবা অন্তঃকরণের ভাবকে বুঝায় তাহাকে অন্তর্ভাব বিশেষণ কহি; যেমন, হা আমি কি কর্ম্ম করিলাম!

২ প্রকরণ।

নামের রূপ বিষয়ে।

ক্রিয়ার সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধ, যেমন, রাম মারিতেছে, রামকে মারিতেছে; ও পদার্থের সহিত পদার্থের সম্বন্ধ, যেমন, রামের ঘর; ইহাকে কখন পদের শেষে বিশেষ২ রূপের পরিণামদ্বারা ব্যক্ত করা যায়, যেমন, রামের, রামকে; কখন বা পদের ক্রম বিন্যাসদ্বারা উদ্বোধ করা যায়, যেমন, বালক * ঘর ভাঙ্গিলেক; কখন বা সম্বন্ধীয় বিশেষণকে পরে আনিবার দ্বারা প্রকাশ করা যায়, যেমন, ঘরহইতে গেলেন।

গৌড়ীয় ভাষাতে নামের চারি প্রকার রূপের দ্বারা প্রয়োজনসিদ্ধি হয়, অভিহিত, যেমন রাম; কর্ম্ম, যেমন রামকে; অধিকরণ, যেমন রামে; সম্বন্ধ, যেমন রামের। অভিহিত পদ সেই হয় যে ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হইয়া বক্তার তাৎপর্য্যকে জানায় ও সমর্থ হয়; যদ্যপিও অন্য কোন পদ

---

* এ স্থলে অভিহিত পদ ও কর্ম্ম পদ এই দুইয়ের কোন বিশেষ চিহ্ন নাই; কিন্তু বালক পদের পূর্ব্ব বিন্যাস, ও ভাঙ্গিলেক এ ক্রিয়ার বালককর্তৃক নিষ্পত্তি, ইহার দ্বারা বালক পদ অভিহিত, আর ঘর এই পদ ক্রিয়ার নৈকট্য এবং ক্রিয়ার ব্যাপ্তি, এই উভয়দ্বারা কর্ম্ম পদ হইল।

সেই বাক্যেতে কথিত না হয়, যেমন, রাম বসিলেন।* নামের প্রকৃত আকারদ্বারা সহজ ভাষাতে অভিহিত পদের জ্ঞান হয়, যেমন, হরিদাস কহিলেন, হরিদাস মারা গেলেন; কিন্তু কখন বা সকর্ম্মক ক্রিয়াতে অধিকরণ পদেরও আকার গ্রহণ করেন, যখন সকৃৎ অভিঘাতে কিম্বা অভিঘাতদ্বয়ে অভিহিত পদের উচ্চারণ হয়, যেমন, বেদে কহেন, ঘোড়ায় তাহাকে মারিলেক। কর্ম্ম তাহাকে কহা যায় যাহাতে কর্ত্তার ক্রিয়া গৌণ কিম্বা মুখ্যরূপে প্রাপ্ত হয়, যেমন, আমি শ্যামকে মারি, তিনি মৃত্যুকে জয় করিবার নিমিত্তে ঈশ্বরকে ভজিতেছেন। নামের পরে "কে" সংযোগাধীন কর্ম্মপদের জ্ঞান হয়,† যেমন, রাম পুত্রকে পড়াইতেছেন। কিন্তু যে বস্তুর হ্রাস বৃদ্ধি মাত্র আছে, যেমন বৃক্ষাদি, বিশেষতঃ যে বস্তুর হ্রাস বৃদ্ধিও নাই, যেমন পুস্তকাদি, তাহাতে প্রায় "কে" সংযোগ

* কর্ত্তৃবাচ্যে যাহার দ্বারা ক্রিয়ার নিষ্পন্ন হয়, তাহাকে অভিহিত কিম্বা উক্ত পদ কহে, আর কর্ম্মণিবাচ্যে অভিহিত পদ কিম্বা উক্ত তাহাকে কহা যায় যাহাতে ক্রিয়া ব্যাপ্ত হয়।

† কখন২ পদ্যেতে ও প্রায় পূর্ব্ববাঙ্গালাস্থ লোকদের ভাষাতে "কে" স্থলে "রে" কিম্বা "এরে" ব্যবহার হইয়া থাকে, যেমন, তাহারে, পুত্রেরে।

কর্ম্ম পদে থাকে না, যেমন, সে আপন রোপিত বৃক্ষ আপনি কাটিতেছে, অথবা সে আপন রোপিত বৃক্ষকে আপনি কাটিতেছে; সে পুস্তক পড়িতেছে। যাহাতে দান ক্রিয়া, যেমন রাম শ্যামকে পুস্তক দিলেন, প্রথমে পুস্তকে পশ্চাৎ শ্যামেতে ব্যাপিয়াছে, এমত রূপ স্থলে দুই কর্ম্ম হয়, তাহার গৌণ* কর্ম্মে "কে" সংযোগ হয়, যেমন, হরি বহু ধন হরিদাসকে দিলেন, আমাকে পুত্র দেও। কখন মুখ্য কর্ম্মেও "কে" সংযোগ হইয়া থাকে, যদি সে কর্ম্ম মনুষ্য এবং নিশ্চিত রূপে জ্ঞেয় হয়, যেমন, আপন পুত্রকে আমাকে দেও।†

বাক্যেতে স্থিত যে ক্রিয়া তাহার আধার বাচক শব্দকে অধিকরণ কহি, নামের সহিত "এ" কিম্বা "এতে" ইহার সংযোগ দ্বারা তাহার জ্ঞান হয়; যেমন, প্রভাতে আসিয়াছেন, ঘরে কিম্বা ঘরেতে আছেন। কিন্তু যে সকল নামের শেষে "আ"

---

* যাহাতে পরম্পরায় ক্রিয়ার ব্যাপ্তি থাকে তাহাকে গৌণ কর্ম্ম কহি, ও যাহাতে সাক্ষাৎ ক্রিয়ার ব্যাপ্তি থাকে, তাহার নাম মুখ্য কর্ম্ম।

† এ স্থলে সংস্কৃতে দান ক্রিয়ার উদ্দেশ্যকে সম্প্রদান কহেন। এবং তৎপ্রয়োগে বিশেষ চিহ্ন হইয়া থাকে, একারণ তাহার পৃথক্ প্রকরণ করিয়াছেন, কিন্তু ভাষাতে রূপান্তরাভাব, এই হেতুক লিখা গেল না।

থাকে, তাহার অধিকরণত্ব বোধের নিমিত্ত "তে" কিম্বা "য়" অন্তে বিন্যাস করা যায়; যেমন, মৃত্তিকাতে, মৃত্তিকায়। যে সকল নামের শেষে ই ঈ উ ঊ এ ঐ ও ঔ এই সকল বর্ণের কোন বর্ণ থাকে তাহার অন্তে "তে" এই অক্ষর অধিকরণ বোধক হয়; যেমন, ছুরি, ছুরিতে; হাতি, হাতিতে, ইত্যাদি।

বাক্যেতে এক নাম যখন অন্য নামের সহিত সাক্ষাৎ কিম্বা পরম্পরা সম্বন্ধদ্বারা অন্যের অর্থের সঙ্কোচ করে, তাহাকে সম্বন্ধ পরিণাম কহি। সে শব্দ যদি হলন্ত কিম্বা অকারান্ত হয় তবে সম্বন্ধ বোধের নিমিত্ত তাহার অন্তে "এর" সংযোগ করা যায়: যেমন, রামের ঘর, কৃষ্ণের বাটী, ইত্যাদি। আর এতদ্ভিন্ন অক্ষর যাহার শেষে থাকে, তাহার সম্বন্ধ বোধের নিমিত্ত কেবল রেফের সংযোগ করা যায়; যেমন, রাজার ধন, বাঁশীর শব্দ, ইত্যাদি। এ স্থলে ঘর এই শব্দমাত্রের প্রয়োগ করিলে তাবৎ ঘর বুঝায়; কিন্তু রামের ঘর কহিলে অন্যের ঘর না বুঝাইয়া রামের সহিত যে ঘরের সম্বন্ধ আছে কেবল তাহার বোধ হয়, এই কারণ তাহাকে সম্বন্ধ পরিণাম কহি। যাহার দ্বারা ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, তাহার

বোধের নিমিত্ত ভাষাতে অভিহিত পদের পরে "দিয়া" শব্দের প্রয়োগ করা যায়; যেমন, ছুরি দিয়া কাটিলেক। আর কখন২ সম্বন্ধ পরিণামের পরে "দ্বারা" শব্দ দিয়া ঐ করণকে কহা যায়; যেমন, ছুরির দ্বারা কাটিলেক। কখন বা অধিকরণ বাচক বিভক্তির দ্বারা করণের জ্ঞান হইয়া থাকে, যদি সেই করণ অপ্রাণি হয়; যেমন, ছুরিতে কাটিলেক। অতএব করণের নিমিত্ত শব্দের পৃথকরূপ করিবার আবশ্যক দেখি নাই। কোন এক ক্রিয়ার বক্তব্য স্থলে যখন অন্য বস্তুহইতে এক বস্তুর নিঃসরণ অথবা ত্যাগ বোধ হয়, তখন তাহার জ্ঞাপনের নিমিত্ত প্রথম বস্তুর নামের পরে যদি সেই প্রথম বস্তু এক বচনান্ত হয়, তবে "হইতে" এই শব্দের প্রয়োগ করা যায়। আর যদি বহুবচনান্ত হয়, তবে বহুবচনান্ত সম্বন্ধীয় পরিণাম পদের পরে "হইতে" ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে; যেমন, "গ্রামহইতে, মন্ত্রিদের হইতে, বেণেদের হইতে।" অতএব বঙ্গভাষায় অপাদান কারকের নিমিত্ত শব্দের পৃথক্ রূপ করিবার আবশ্যক নাই।

যখন কোন বস্তুকে যথার্থরূপে অথবা আরোপিত মতে অভিমুখ করিবার নিমিত্ত হে, ও,

ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ করা যায়, তখন কর্তৃকারকে শব্দের যে প্রকার রূপ হইয়া থাকে অবিকল সেই রূপের প্রয়োগ হয়; যেমন, হে রাম, হে সূর্য্য, ও ভাই, ও মহাশয়েরা। অতএব সম্বোধনের নিমিত্তে শব্দের পৃথক্ রূপের প্রয়োজনাভাব।

---

৩ প্রকরণ।

নামের বচন বিষয়।

এক বস্তুর অথবা অনেক বস্তুর একত্বাভিপ্রায়ে নির্দ্দেশ বোধক যে শব্দ তাহার স্বরূপের অন্যথা না হইয়া প্রকৃত শব্দের ব্যবহার হয়, তাহাকে এক বচন কহা যায়; যেমন, মনুষ্য, জগৎ। আর একের অধিক (কোন২ ভাষায় দুইয়ের অধিক) বস্তুর বাচক যে শব্দ তাহার স্বরূপের অন্যথা হইয়া রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহাকে বহুবচন কহিয়া থাকেন; যেমন, মনুষ্যেরা। বঙ্গভাষায় কেবল মনুষ্যবাচক শব্দের কিম্বা মনুষ্যের গুণবাচক শব্দের বহুবচনান্ত প্রয়োগে একবচনের রূপ থাকে না; যেমন, পণ্ডিত, পণ্ডিতেরা। আর এতদ্ভিন্ন বস্তুবাচক শব্দের বহুত্বাভিপ্রায়ে বহুত্ববাচক শব্দের প্রয়োগ তৎপরে করা যায়; যেমন, গোরু, গোরু সকল। কিন্তু যখন

গোরু পশু ইত্যাদি শব্দ মূর্খতা জ্ঞাপনের নিমিত্তে মনুষ্যের প্রতি প্রযুক্ত হয়, তখন বহুবচনে তাহার রূপের অন্যথা হয়; যেমন, গোরুরা, পশুরা, গোরু-দিগকে জ্ঞান দেয়। আর বহুবচনাভিপ্রায়ে বহুত্ব বাচক শব্দের প্রয়োগ মনুষ্যজাতিতেও হইতে পারে, যেমন, সকল মনুষ্য, মনুষ্য সকল। এ স্থলে ঐ জাতিবাচক শব্দের বহুবচনে রূপান্তর হয় না, একবচনের রূপ থাকে।

নামের রূপের ও বচনের আকার বিস্তার রূপে উদাহরণ পরে দেখান যাইতেছে। যে সকল শব্দ হলন্ত, যেমন বালক্, ও অকারান্ত যেমন মনুষ্য, তাহার উদাহরণ।

কর্ত্তৃপদ	কর্ম্মপদ	অধিকরণপদ	সম্বন্ধপদ
বালক	বালককে	বালকে* ও বালকেতে	বালকের।

ইহার বহুবচন।

বালকেরা	বালকদিগকে / বালকদিগগে†	বালকদিগেতে	বালকদিগের / বালকদের।

---

* অধিকরণ কারকে অকারান্ত শব্দের অন্ত্য অকারস্থানে "এ" কিম্বা "এতে" আদেশ হয়; যেমন, যুদ্ধে, যুদ্ধেতে। আর তকারান্ত শব্দের শেষে কেবল "এ" সংযোগই উত্তম হয়, যেমন, হাতে, প্রভাতে।

† বালক শব্দ বহুবচনবাচক দিগ্ পদের যোগের পর কর্ম্ম চিহ্ন করে যে "ক" তাহার স্থানে "গ" হইয়া নিষ্পন্ন হয়।

পশুবাচক শব্দের রূপ উপরি লিখিত রীতিমতে হইয়া থাকে, কিন্তু যে সকল নামের রীতিমতে বহুবচন হয় না, তাহাদের পূর্ব্বলিখিত রূপ হইবেক না।

যখন বহুত্ববাচক শব্দের দ্বারা পশুর বহুত্ব বোধ হইবেক, তখন সেই বহুত্ববাচক শব্দকারক চিহ্নের পূর্ব্বে থাকে। তাহার মধ্যে অকার ভিন্ন অন্য স্বরান্তের উদাহরণ।

কর্ত্তৃপদ	কর্ম্মপদ	অধিকরণপদ	সম্বন্ধপদ
গোরু *	গোরুকে	গোরুতে	গোরুর

ইহার বহুবচন।

গোরুসকল	গোরুসকলকে	গোরুসকলে গোরুসকলেতে	গোরুসকলের।

যে সকল শব্দে কেবল বৃদ্ধি শক্তি বিশিষ্ট বস্তু অর্থাৎ বৃক্ষাদিকে বুঝায়, আর বৃদ্ধি শক্তি বিশিষ্ট ও পশু এ উভয় ভিন্ন বস্তুবোধক যে সকল শব্দ, তাহাদের রূপ পশুবাচক শব্দের ন্যায় হইবেক; কিন্তু বৃদ্ধি শক্তি বিশিষ্ট বস্তুবাচক শব্দের কর্ম্ম কারকের চিহ্ন "কে" ইহার প্রয়োগ বিকল্পে হইয়া থাকে;

* ইহাতে ও এতদ্রূপ শব্দে কখন২ একবচনদ্বারা বহুত্ব বোধ করায়, যেমন, গোরুকে ঘাস দেও।

যেমন, বৃক্ষ অথবা বৃক্ষকে কাটিলেন; আর উভয় ভিন্ন যে সকল শব্দ তাহার উত্তরে "কে" এ চিহ্নের প্রয়োগ কখন হইবেক না, যেমন, পুস্তক পড়িলেন।

---

৪ প্রকরণ।

রূপের বিশেষ বিবেচনা।

যখন তুচ্ছতা অভিপ্রেত কিম্বা ব্যক্ত হয়, তখন কর্তৃপদের শেষের পরিবর্ত্ত হয়, আর পরিবর্ত্ত যে কর্তৃপদ তাহার উত্তর পূর্ব্ব নিয়মমতে অন্য কারক চিহ্ন রহিবেক; যেমন, রামা, রামাকে, রামায়, রামাতে, রামার।

আর যে সকল শব্দ হলন্ত ও এক প্রযত্নে উচ্চারিত হয় তাহার অন্তে আকারের যোগ হয়, যেমন রাম্, রামা; আর অকারান্ত শব্দের অকার স্থানে আকার হয়, যেমন কৃষ্ণ, কৃষ্ণা। যে সকল হলন্ত শব্দ এক প্রযত্নে উচ্চারিত না হয় তাহার অন্তে একার আইসে, যেমন মাণিক, মাণিকে; গোপাল, গোপালে। কিন্তু যে সকল শব্দ শব্দান্তরে মিলিত হয়, এবং তাহার শেষশব্দে দীর্ঘ স্বর না থাকে, সে সকল শব্দের এক প্রযত্নে উচ্চারিত শব্দের ন্যায় রূপ হইয়া থাকে, যেমন রামধন, রামধনা।

আর যে সকল শব্দের অন্তে ই, ঈ থাকে, তাহার পরিবর্ত্তে একার হয়, যেমন হরি, হরে; কাশী, কাশে ও কেশে। উকারান্ত শব্দের উকারের স্থানে ওকার হয়, যেমন শম্ভু, শম্ভো। যে সকল শব্দ আকারান্ত স্বরদ্বয়যুক্ত হয়, ও তাহার প্রথম অক্ষরে "আ" থাকে, তাহার প্রথম আকারের একারে, দ্বিতীয়ের ওকারে পরিবর্ত্ত হয়, যেমন রাধা, রেধো; কিন্তু অন্য ২ স্থলে প্রায়ই পরিবর্ত্ত হয় না, যেমন রামা, শ্যামা, ইত্যাদি।

স্বরূপ, স্বরূপো, গণেশ, গণশা, ইত্যাদি কোন২ শব্দ অনিয়মে পরিবর্ত্ত হয়। হাতে মারিলেক, মাথায় মারিলেক, ইত্যাদি কোন২ বাক্যে কর্ম্ম-পদের স্থানে অধিকরণ পদের প্রয়োগ হয়।

---

৫ প্রকরণ।

লিঙ্গ বিষয়ে।

যেমন অন্য ২ ভাষায় লিঙ্গভেদে শব্দের আকারের অন্যথা হইয়া থাকে, সেরূপ বঙ্গভাষায় লিঙ্গভেদে শব্দের রূপান্তর প্রায় হয় না। তাহার মধ্যে পুরুষের জাতিবাচক নামের অন্তে অকার কিম্বা আকার থাকে; আর যখন সেই শব্দে তজ্জাতীয়

স্ত্রীকে বুঝায়, তখন অকারের পরিবর্ত্তে ইনী, ও আকারের অন্তে নী, ইহার প্রয়োগ হয়, যেমন কৈবর্ত্ত, কৈবর্ত্তিনী ; ধোবা, ধোবানী ; সেকরা, সেকরাণী।

মনুষ্যজাতির মধ্যে যে সকল নাম ইকারান্ত, উকারান্ত, অথবা ন ল ব্যতিরেকে অন্য কোন হলন্ত হয়, তাহার স্ত্রীত্ব জ্ঞাপনের নিমিত্ত অন্তে নী প্রত্যয়ের প্রয়োগ প্রায় হইয়া থাকে, যেমন বাগ্দি, বাগ্দিনী ; কলু, কলুনী ; কামার, কামারণী ; মালী, মালিনী অথবা মেলেনী, ইত্যাদি।*

নকারান্ত নামে স্ত্রীলিঙ্গ বোধের নিমিত্ত ঈকারের প্রয়োগ হয়, যেমন মোসলমান, মোসলমানী ; পাঠান, পাঠানী। লকারান্ত নামে ইনী অথবা আনী সংযোগ হয়, যেমন চণ্ডাল, চণ্ডালিনী ; মোগল, মোগলানী।

সামান্য পশ্বাদির নাম যাহা হলন্ত হয় তাহার স্ত্রীত্ব বোধের নিমিত্ত ঈ কিম্বা ইনী ইহার প্রয়োগ করা যায়, যেমন শেয়াল, শেয়ালী ; বাঘ, বাঘিনী ; সাপ, সাপিনী। যাহা আকারান্ত হয়

---

* এ নিয়মে নাপ্তিনী এই শব্দে নাপিৎনী হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু পিৎ ইহার স্থানে "প্তি" আদেশ হয়।

তাহার আকার ঈকারে পরিবর্ত্ত হয়, যেমন ভেড়া, ভেড়ী; ঘোড়া, ঘোড়ী, ঘুড়ী।* আর অন্য নাম সকল যাহা জ্ঞাতি কুটুম্ব ইত্যাদি সম্বন্ধবাচক হয় তাহার ভার্য্যাবোধের নিমিত্ত এই শেষের নিয়মানুসারে আকারকে ঈকারে পরিবর্ত্ত করা যায়, যেমন খুড়া, খুড়ী; মামা, মামী; ইত্যাদি।

ইকারান্ত নাম সকলের অন্তে নী প্রয়োগ হয়, যেমন হাতি, হাতিনী। এই রূপ স্ত্রীজাতিজ্ঞাপনের নিমিত্ত অনেক শব্দের পূর্ব্বে স্ত্রী শব্দ প্রয়োগ হয়, যেমন চীল, স্ত্রীচীল; শশারু, স্ত্রীশশারু। আর মনুষ্যের মধ্যে বিশেষ ২ জাতি ও দেশ সম্বন্ধীয় স্ত্রীকে সাধারণ সম্বন্ধবাচক শব্দের দ্বারা কহা যায়, যেমন বারেন্দ্রের কন্যা, নাগরের স্ত্রী, ইংরাজের বিবী।

বাপ তাঁহার স্ত্রী মা, ভাই তাঁহার স্ত্রী ভাজ, বুন তাঁহার স্বামী বোনাই, মাসী তাঁহার স্বামী মেসো, আঁড়িয়া, গাই, ইত্যাদি। সংস্কৃত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ সকল যাহা কোষে ও ব্যাকরণে প্রাপ্ত হয় তাহার প্রয়োগ তদবস্থই ভাষাতে ব্যবহার হয়, যেমন

---

* পশুবাচক শব্দের আর কোন ২ জাতিবাচক ও যৌগিক শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ প্রয়োগে পূর্ব্ব দীর্ঘ স্বরের স্থানে কোন এক বিশেষ হ্রস্ব স্বর হয়, যেমন ঘোড়া, ঘুড়ী; গোয়ালা, গোয়ালিনী।

ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী; শূদ্র, শূদ্রা; ব্যাঘ্র, ব্যাঘ্রী। সংস্কৃত ভাষাতে স্ত্রীত্ববোধের যে নিয়ম সকল তাহা বাঙ্গলা ভাষা ব্যাকরণে উপস্থিত করা কেবল চিত্তের বিক্ষেপ করা হয়, অথচ সংস্কৃত না জানিলে তাহার দ্বারা বিশেষ উপকার জন্মে না। গৌড়ীয় ভাষাতে কি ক্রিয়াপদে কি প্রতিসংজ্ঞায় কি বিশেষণ পদে লিঙ্গজ্ঞাপনের কোন বিশেষ চিহ্ন নাই, যেমন, সে স্ত্রী ভাল পাক করে, সে পুরুষ ভাল পাক করে। অতএব লিঙ্গবিষয়ে আর অধিক লিখিলে অনর্থক গৌরব হয়।

তৃতীয় অধ্যায়।

১ প্রকরণ।

তদ্ধিত সম্বন্ধি।

দেশবাচক শব্দের পরে পশ্চাতের লিখিত ধারানুসারে তৎ২ দেশসম্বন্ধি পদার্থ সকলের কথন হয়, যেমন, হিন্দুস্থানী অর্থাৎ হিন্দুস্থানের ব্যক্তি কিম্বা বস্তু। স্থানের নাম অকারান্ত হইলে ইকারের সংযোগদ্বারা ঐ সম্বন্ধকে জানায়, যেমন ঢাকা-হইতে ঢাকাই প্রয়োগ হয়, পাটনা পাটনাই,

নদিয়া নদিয়াই। আর ইকারান্ত শব্দের কোন পরিবর্ত্ত হয় না, কিন্তু সামান্য ষষ্ঠ্যন্তের ন্যায় প্রয়োগ হয়, যেমন কাশী, কাশীর ব্রাহ্মণ। আর অকারান্ত কিম্বা হলন্ত দেশবাচক শব্দের পর ঈ অথবা এ প্রায় এই দুইয়ের সংযোগ হয়, যেমন ভাগলপুরী, ভাগলপুরে, অর্থাৎ ভাগলপুরের বস্তু কিম্বা ব্যক্তি; গাজিপুরে কাপড়।

হলন্ত নাম সকল যাহা সকৃৎ আঘাতীয়* হয়, যদি তাহাতে অন্ত্য অক্ষরের পূর্ব্বে আকার থাকে, তবে শেষে ওকারের সংযোগ আর আকারের স্থানে একার প্রায় হইয়া থাকে, যাহার দ্বারা প্রকৃত শব্দে নিত্যস্থিতি অথবা সম্বন্ধ বোধ হয়, যেমন গাছ, গেছো, অর্থাৎ কোন জন্তু যাহা সর্ব্বদা গাছে থাকে। যদি উপান্ত অক্ষর আকার না হইয়া অকার হয়, তবে কেবল ওকারের সংযোগদ্বারা পূর্ব্বার্থের প্রতীতি হয়, যেমন বন, বনো,† অর্থাৎ যে ব্যক্তি বনে ভূরি কাল থাকে। খড় হইতে খড়ো ঘর।

আর নাম সকল যাহা সকৃদবঘাতের অধিক হয় তাহাতে এ অথবা ইয়া সংযোগের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত

---

* এক প্রযত্নে উচ্চারিত হয়।

† কখন উচ্চারণ কালে "বুনো" এই রূপ উচ্চারিত হয়।

স্থিতি কিম্বা সম্বন্ধের বোধ হইয়া থাকে, যেমন পাহাড়, পাহাড়ে ও পাহাড়িয়া; কুমীরে,* কুমিরিয়া নদী; বানর, বানরিয়া, বানরে; হরিণ, হরিণে, হরিণিয়া লাফ; পাতর, পাতরে, পাতরিয়া চুন; গঙ্গাজল, গঙ্গাজলে ইত্যাদি, অর্থাৎ যে গঙ্গাজল স্পর্শপূর্ব্বক মিথ্যা শপথের দ্বারা নির্ব্বাহ করে। মাটিহইতে মেটে, ও মোটহইতে মুটে, ইত্যাদি শব্দ নিপাতন হয়। ইহা কহিলে কার্য্যসিদ্ধি হয়, এ বিষয়ে সূত্র বাহুল্যের প্রয়োজন নাই।

এই সকল তদ্ধিত সম্বন্ধি শব্দ বিশেষণ রূপে প্রায় ব্যবহার হয়, যেমন ঢাকাই কাপড়, পাটনাই বুট, ইত্যাদি। সংস্কৃত শব্দ সকল যাহা দেশ বিশেষীয় ব্যক্তি কিম্বা বস্তুকে অথবা ব্যবসায় জীবিকা ইত্যাদিকে বুঝায়, তাহার ভাষাতে তদাকারেই প্রয়োগ হইয়া থাকে; যেমন দ্রাবিড়, মৈথিল, গৌড়ীয়, অর্থাৎ দ্রবিড় দেশের ও মিথিলা ও গৌড় দেশের ব্যক্তি কিম্বা বস্তু; বৈয়াকরণ সে ব্যক্তি যাহার ব্যবসায় ব্যাকরণ অধ্যাপন হয়, ইত্যাদি।

---

* কুমীর শব্দের ঈকার নিপাতনে হ্রস্ব হইল।

প্রকরণ।

স্বভাববাচক তদ্ধিত শব্দ।

শব্দ সকল যাহা সম্ভ্রমরহিত সমূহকে কহে, তাহার স্বভাব বুঝাইতে প্রায় মি কিম্বা আমি ইহার সংযোগ করা যায়, যেমন বানর, বানরামি, অর্থাৎ বানরের স্বভাব; ছেলে, ছেলেমি, অর্থাৎ ছেলের স্বভাব, ইত্যাদি। কিন্তু ঘরামি এ শব্দ যদ্যপি পূর্ব্ববৎ আমি সংযোগের দ্বারা হইয়াছে, তথাপি ঘরের স্বভাব না বুঝাইয়া যে ঘর নির্ম্মাণ করে তাহাকে বুঝায়। এই রূপ কোন২ গৌড়ীয় বিশেষ্য অথবা বিশেষণ শব্দের পরে আই সংযোগের দ্বারা তাহার ধর্ম্মকে বুঝায়, যেমন বামন, বামনাই; ভাল, ভালাই; ইত্যাদি। আর গৌড়ীয় ভাষাতে স্বভাব কিম্বা ধর্ম্ম বোধের নিমিত্ত সর্ব্বসাধারণ কোন নিয়ম নাই; কিন্তু সংস্কৃত শব্দ সকল সেই২ অর্থে ভাষায় প্রয়োগ করা যায়, যেমন মনুষ্য, মনুষ্যত্ব, অর্থাৎ মনুষ্যের অসাধারণ ধর্ম্ম; উত্তম, উত্তমতা, অর্থাৎ যে ধর্ম্ম ব্যক্তিতে থাকিলে উত্তম করিয়া কহা যায়; এই রূপ ত্ব কিম্বা তা সংযোগের দ্বারা সংস্কৃত বিশেষ্য বিশেষণ শব্দের ধর্ম্ম কিম্বা স্বভাব বিশেষ প্রতীতি হয়। এই রূপ অন্য২

প্রকারে ধর্ম্মবাচক সংস্কৃত শব্দ সকল সেই ২ অর্থে ভাষাতেও প্রয়োগ করা যায়, যেমন ধৈর্য্য, ধীরতা, অর্থাৎ ধীরের গুণ; সৌন্দর্য্য, সুন্দরত্ব, সুন্দরের ধর্ম্ম; গৌরব, অর্থাৎ গুরুতা, ইত্যাদি।

---

৩ প্রকরণ।

সমাস।

প্রথম। অনেক পদের এক পদের ন্যায় রূপ হওয়াকে সমাস কহি, এ রূপ পদ গৌড়ীয় ভাষাতে বাহুল্যমতে ব্যবহারে আইসে না। যে সকলের ব্যবহার আছে তাহাকে চারি প্রকারে সঙ্কলন করা যায়। প্রথম দুই শব্দের প্রথম শব্দ অভিহিত পদের ন্যায়, আর দ্বিতীয় শব্দ কর্ম্মের ন্যায় হয়, যদ্যপিও কখন ২ দ্বিতীয় পদ ক্রিয়ার কর্ত্তাকে বুঝায়, ও প্রথম পদ ক্রিয়ার কর্ম্ম অথবা অধিকরণকে জানায়, যেমন হাতভাঙ্গা ব্যক্তি (সংস্কৃতে ইহার প্রতিশব্দ ভগ্নহস্তঃ); এ স্থলে হাত অভিহিত পদ, ভাঙ্গা কর্ম্ম পদ হয়। কিন্তু এমত স্থলে যেমন হাড়কাটা ছুরি, কাটা এই শব্দ কর্ম্ম পদের ন্যায় হইয়াও ক্রিয়ার কর্ত্তাকে বুঝাইতেছে, আর হাড় শব্দ অভিহিত পদের ন্যায় হইয়াও কর্ম্মকে জানাইতেছে, অর্থাৎ

হাড়কে কাটে যে ছুরী, (সংস্কৃতে হাড়কাটার প্রতিশব্দ অস্থিচ্ছেদী)। সেই রূপ গাছপাকা এ স্থলে দ্বিতীয় পদ পাকক্রিয়ার কর্ত্তাকে কহে, আর প্রথম পদ অভিহিতের ন্যায় হইয়াও অধিকরণকে বুঝায়, অর্থাৎ গাছে পাকে যে ফল (সংস্কৃতে ইহার প্রতিশব্দ বৃক্ষপক্বং), ইত্যাদি।

দ্বিতীয়। দুইয়ের প্রথম শব্দ অভিহিত পদের ন্যায় হইয়াও সম্বন্ধ কিম্বা অধিকরণের অর্থকে বুঝায়, আর দ্বিতীয় পদ অভিহিত পদের অর্থবোধক হইয়াও একারে ওকারে কিম্বা আকারে পর্য্যবসান হয়; যেমন তালপুকুরে, অর্থাৎ তালবেষ্টিত পুষ্করিণী (সংস্কৃতে তালপুষ্করিণী); কাণতুলসে, কাণে তুলসী যাহার, অর্থাৎ আপনাকে ধার্ম্মিক জানাইবার নিমিত্ত যে কাণে তুলসী দেয় (সংস্কৃতে তুলসীকর্ণঃ); বানরমুখো, বানরের ন্যায় মুখ (সংস্কৃতে বানরমুখঃ); মুখচোরা, মুখেতে চোর, অর্থাৎ সভায় আলাপে অপটু (সংস্কৃতে সভাক্ষুব্ধঃ)।

কোন২ স্থলে সমাস হইয়া দুই পদের মধ্যে কোন শব্দের অধ্যাহার হয়, যেমন ঘরপাগলা, ঘরের নিমিত্তে পাগল (সংস্কৃতে গৃহোন্মত্তঃ); এখানে

নিমিত্ত শব্দের অধ্যাহার হইয়াছে। সোণামোড়া, অর্থাৎ সোণা দিয়া মোড়া (সংস্কৃতে স্বর্ণমণ্ডিতঃ)।

একার ওকার আকারে যাহার পর্য্যবসান হয় তাহার ভূরি শব্দের স্ত্রীত্ব করিতে অন্তে ঈকারের যোগ হয়, যেমন বানরমুখী, ঘরপাগলী, ইত্যাদি।

তৃতীয়। দুইয়ের প্রথম শব্দ বিশেষণ পদ হয়, আর দ্বিতীয় শব্দ অভিহিত পদ হইয়াও একারে কিম্বা ওকারে পর্য্যবসান হয়, যেমন মিষ্টমুখো, মিষ্ট হইয়াছে যাহার মুখ অর্থাৎ বাক্য। কটা-চুলে, অর্থাৎ কটা চুল যে ব্যক্তির।

চতুর্থ। দুই এক জাতীয় শব্দের মিলনের দ্বারা হয়, যাহা পরস্পর ক্রিয়াকে কিম্বা উৎকট ক্রিয়াকে বুঝায়, শেষের পদ ঈকারান্ত হইয়া থাকে, যেমন মারামারী,* পরস্পর মারণকে বুঝায়; দৌড়া-দৌড়ী অতিশয় দ্রুতগমনকে বুঝায়। এই আকারে যাহার দ্বারা ক্রিয়ানিষ্পত্তি হয় তাহার বাচক শব্দকে ব্যবহার করা যায়, যখন তদ্দ্বারা পরস্পর

* মারা শব্দ নাম ধাতু, কিন্তু কখনং মারণ ক্রিয়ামাত্র বোধক হয়, যেমন শরণাগতকে মারা ভাল হয় না।

ক্রিয়ার নিষ্পত্তি বুঝায়, যেমন হাতাহাতী, লাঠালাঠী, ইত্যাদি।

যদি আর কোন সমাস পদ থাকে, যাহা এ চারি প্রকারের মধ্যে গণিত না হয়, তাহার অর্থও এক পদ করিবার রীতিজ্ঞান ঐ চারি প্রকার নিয়মের জ্ঞানদ্বারা প্রায় হইতে পারিবেক। সুতরাং এ বিষয়ে আর অধিক লিখনের প্রয়োজন নাই।

এই চারি প্রকার রীতিজ্ঞান হইলে সংস্কৃত এবং অন্য ভাষায়ও সমাসপদের তাৎপর্য্য বোধ হইতে পারে, যেমন চন্দ্রমুখ, চন্দ্রের ন্যায় মুখ যে ব্যক্তির; দুরাত্মা, দুষ্ট স্বভাব যাহার; ভূপতি, ভূর অর্থাৎ পৃথিবীর পতি; হস্তকৃত, যাহা হস্তদ্বারা করা গিয়াছে; পিতৃধর্ম্ম, পিতার অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম; জলচর, যে জন্তু জলে চরে।

সমাসের অন্তঃপাতী।

নাম ও সংখ্যা বাচক শব্দের পরে টা টি ইহার প্রয়োগ হয়, যাহা মনুষ্য কিম্বা পশ্বাদি বাচক শব্দের সহিত অন্বিত হইলে তাহার স্বার্থ কিম্বা তুচ্ছতা বোধ করায়, যেমন একটা মনুষ্য, একটা কুকুর; মানুষটা, কুকুরটা। আর হ্রাস বৃদ্ধি শূন্য বস্তুর সহিত সংযুক্ত হইলে তাহার স্থূলতা কিম্বা

বাহুল্য বোধক হয়, যেমন একটা ঘর, ঘরটা। যখন প্রাণিবাচক শব্দের সহিত টির অন্বয় হয় তখন দয়া কিম্বা স্নেহের উদ্বোধক হইয়া থাকে, যেমন একটি বালক, বালকটি: আর অপ্রাণি-বাচক শব্দে অন্বিত হইলে তাহার অল্পতা বোধ করায়, যেমন একটি টাকা, টাকাটি। গাছা এই প্রত্যয়ের প্রয়োগ সেই সকল শব্দের উত্তর হয় যাহার প্রস্থ অপেক্ষা দীর্ঘতার আতিশয্য থাকে, যেমন এক গাছা দড়ি, দড়িগাছা। টুকি অল্পতা অর্থে দ্রবদ্রব্যবাচক শব্দের পরে প্রয়োগ হইয়া থাকে, যেমন জলটুকি, তৈলটুকি, ইত্যাদি। গোটা ইহার প্রয়োগ সংখ্যাবাচক শব্দের পূর্ব্বে তাহার অনির্দ্ধারণার্থে হয়, যেমন গোটাচারি টাকা দেও।

গুলা ইহার প্রয়োগ নামের পরে হয়, এবং বাহুল্য অর্থ করিয়া থাকে, যেমন বলদগুলা, টাকাগুলা, ইত্যাদি। গুলিন সেইরূপ নামের পরে প্রযুক্ত হয়, অল্পতা এবং দয়া অথবা স্নেহকে বুঝায়, যেমন বালকগুলিন। খান সেই সকল শব্দের পরে প্রায় আইসে যাহা চেপটা বস্তুর প্রতিপাদক হয়, যেমন থালাখান, কাপড়খান, ডালাখান, ইত্যাদি। থান বিশেষ দীর্ঘতাবিশিষ্ট বস্ত্র বোধক শব্দের

সহিত অন্বিত হয়, যেমন কাপড়খান, এক খান কাপড়, ইত্যাদি। এই রূপ সোণার মোহর শব্দের সহিতও প্রয়োগ হয়, যেমন মোহরখান, এক খান মোহর।

এই সকল প্রত্যয় যাহা পূর্ব্বে কহিলাম তাহার প্রয়োগে বিশেষ এই, যখন সংখ্যাবাচকের পরে আসিবেক তখন তাহার বিশেষ্য পদের অনির্দ্ধারণকে বুঝায়, যেমন এক খান নৌকা আন, অর্থাৎ অনির্দ্ধারিত যে কোন এক নৌকা আন। আর যখন নামের পরে আসিবেক তখন তাহার প্রায় নির্দ্ধারণকে বুঝাইবেক, যেমন নৌকা খান আন, অর্থাৎ ঐ নৌকা আন। আর যখন শব্দের সহিত ঐ সকলের প্রয়োগ হইবেক, তখন উভয়ে মিলিত হইয়া এক শব্দের ন্যায় রূপ হইবেক, যেমন বালকটাকে ডাক, বালকটার কোন বোধ নাই, ইত্যাদি।

রূপের পরে ই এই স্বর মাত্রের প্রয়োগ হইলে অন্যের ব্যাবর্ত্তন বুঝায়, যেমন আমিই করিয়াছি, আমাকেই দিয়াছে, আমারই বাটী, অর্থাৎ অন্যের নহে। সেইরূপ ও এই স্বর সমুচ্চয়ার্থে প্রযুক্ত হয়, যেমন আমিও গিয়াছি, অর্থাৎ সে গিয়াছে, এবং

আমিও গিয়াছি। কখন বা সমুচ্চয়ার্থবোধক হইয়া অপেক্ষাকৃত গৌরব অথবা তুচ্ছতাকে বুঝায়, যেমন আমাকেও তুচ্ছ করিলেক, অর্থাৎ অন্যকে তুচ্ছ করিলেক, এবং আমি যে তাহার অন্য অপেক্ষা মান্য ছিলাম আমাকেও করিলেক।

পৌনঃপুন্য বুঝাইবার নিমিত্তে কোন২ ক্রিয়া-বাচক পদ দ্বিরুক্ত হইয়া থাকে, যেমন থর২ করিতেছে, অর্থাৎ পুনঃ২ কাঁপিতেছে। আর যখন এক শব্দের পরে তাহার প্রতিরূপ শব্দ কহা যায় তখন তাহাকে ও তৎসদৃশ বস্তুন্তরকে বুঝায়, যেমন জল টল আছে, অর্থাৎ জল কিম্বা তৎসদৃশ পানীয় দ্রব্য আছে; কাপড় চোপড় আছে, অর্থাৎ কাপড় কিম্বা তৎসদৃশ বস্ত্র আছে, ইত্যাদি।

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রতিসংজ্ঞার প্রকরণ।

দ্বিতীয় প্রকার নামকে প্রতিসংজ্ঞা কহি, যাহা ব্যক্তি বিশেষকে প্রতিপন্ন করিবার জন্যে ব্যবহার্য্য হয়, যদ্যপিও ঐ সকল শব্দ স্বতন্ত্র রূপে ব্যক্তি বিশেষকে কিম্বা ব্যক্তিসমূহকে নির্দ্ধারিত

করিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারে না, যেমন আমি, তুমি, সে, ইত্যাদি।

যে প্রতিসংজ্ঞা অন্যের প্রতিপাদক না হইয়া বিশেষ বক্তাকে প্রতিপন্ন করে, তাহাকে উত্তম পুরুষ কহি, যেমন আমি। আর যে প্রতিসংজ্ঞা অন্যের প্রতিপাদক না হইয়া যাহার প্রতি বাক্য প্রয়োগ করা যায় তন্মাত্রকে প্রতিপন্ন করে, তাহাকে মধ্যম পুরুষ কহি, যেমন তুমি। আর যে প্রতিসংজ্ঞা অন্য কোন বস্তু কিম্বা ব্যক্তি যাহা পূর্ব্বে অভিপ্রেত থাকে তাহার নামের প্রতিনিধি হয়, তাহাকে তৃতীয় পুরুষ কহি, যেমন সে, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত কোন স্ত্রী কিম্বা পুরুষ অথবা বস্তুর প্রতিপাদক হয়।

যখন বাক্যে উদ্দেশ্য উত্তম পুরুষ মধ্যম পুরুষ না হইয়া অন্য কোন বস্তু কিম্বা ব্যক্তি উদ্দেশ্য হয়, সে বস্তু কিম্বা ব্যক্তি যদি প্রত্যক্ষে অভিপ্রেত হয়, তবে এ, এই শব্দের প্রয়োগ হইবেক। আর যদি প্রত্যক্ষরূপে অভিপ্রেত না হয়, তবে দূর কিম্বা কিয়দন্তর অভিপ্রেত হইবেক; তাহার প্রথমে অর্থাৎ দূরাভিপ্রেত হইলে সে, আর কিয়দন্তর অভিপ্রেত হইলে ও, ইহার প্রয়োগ হয়।

যে কোন প্রতিসংজ্ঞা প্রধান বাক্যেতে আপন অর্থবোধের নিমিত্তে অন্তঃপাতীয় বাক্যের সাপেক্ষ হয়, তাহাকে সম্বন্ধীয় প্রতিসংজ্ঞা কহি, যেমন যে আমাকে কহিয়াছিল, সে * সত্যবাদী।

যদ্যপিও প্রথম পুরুষ অন্যের প্রতিপাদক না হইয়া বিশেষ বক্তাকে প্রতিপন্ন করে তথাপিও বক্তা যে ক্রিয়া করে তজ্জাতীয় ক্রিয়ার সহিত যাহার২ সাহিত্য থাকে তাহাকে২ ও কহে, যেমন আমরা পড়িতেছি, অর্থাৎ বক্তার সহিত পাঠক্রিয়ার সাহিত্য যাহার থাকিবেক তাহার ও বক্তার উভয়ের প্রতিপাদক হয়।

আমি, ইহার রূপ।

অভিহিত	কর্ম্ম †	অধিকরণ	সম্বন্ধ
আমি	আমাকে	আমায়, আমাতে	আমার
আমরা	আমাদিগকে	আমাদিগেতে	আমাদের।

* সংস্কৃত এবং বঙ্গভাষায় সম্বন্ধীয় প্রতিসংজ্ঞাতে বাক্যের সম্পূর্ণতা নিমিত্ত, সে, ইত্যাদি পদের আবশ্যক হয়।

† প্রতিসংজ্ঞার রূপ নামের ন্যায় হয়। বিশেষ এই, যে অন্য কারকে ইহার রূপ যেন কর্ম্মপদহইতে হইল এমত বোধ হয়, কিন্তু কর্তৃপদের বহুবচনে মকারের "আ" ইহার লোপ হয়, যেমন আমরা, তোমরা।

আমি স্থানে ইতর লোকে মুই কহিয়া থাকে।

তাহার রূপ।

মুই	মোকে	মোতে	মোর
মোরা	মোদিগগে	মোদিগেতে	মো দর।

তুমি, ইহার রূপ।

তুমি	তোমাকে	তোমাতে	তোমার
তোমরা	তোমাদিগগে	তোমাদিগেতে	তোমাদের।

যাহার উদ্দেশে তুমি শব্দ প্রয়োগ হয় তাহার তুচ্ছতা প্রকাশের নিমিত্ত তুমি স্থানে তুই হইয়া থাকে।

তাহার রূপ এই।

তুই	তোকে	তোতে	তোর
তোরা	তোদিগগে	তোদিগেতে	তোদের।

অপ্রত্যক্ষ বস্তু কিম্বা ব্যক্তি যাহার জ্ঞান কিম্বা উল্লেখ পূর্ব্বে থাকে তাহার প্রতি সে, এই শব্দের প্রয়োগ হয়, যেমন সে চৌকী, সে ব্যক্তি।

সে, ইহার রূপ।

সে	তাহাকে *	তাহাতে, তাহায়	তাহার
তাহারা	তাহাদিগগে	তাহাদিগেতে	তাহাদের।

যখন সম্মান তাৎপর্য্য হইবেক তখন সে ইহার স্থানে তিনি কিম্বা তেঁহ আদেশ হয়, আর অন্য

* পশুতে কিম্বা অচেতন বস্তুতে যখন প্রতিসংজ্ঞার প্রয়োগ হয় তখন মুখ্যকর্ম্মে 'কে' এই কর্ম্ম চিহ্নের প্রয়োজন থাকে না, যেমন তাহা আমাকে দেও, ইহার বিস্তার ১৭। ১৮ পৃষ্ঠে দেখিবেন।

তাবৎ পরিণামে প্রথম স্বর সানুনাসিক উচ্চারণ হয়, যেমন,

তিঁনি, তাঁহাকে, তাঁহাদিগেতে, তাঁহাদের।

বস্তুর কিম্বা ব্যক্তির প্রত্যক্ষ অভিপ্রেত হইলে, এ, এই শব্দের প্রয়োগ হয়।

তাহার রূপ।

এ	ইহাকে	ইহাতে	ইহার
ইহারা	ইহাদিগকে	ইহাদিগেতে	ইহাদের।

সম্মান অভিপ্রেত হইলে এ স্থানে ইনি আদেশ হয়, এবং প্রথম স্বরেরও সানুনাসিক উচ্চারণ হয়, যেমন,

ইঁনি, ইঁহারা, ইঁহাদিগকে, ইঁহাদের।

কিয়দন্তর পরোক্ষ অভিপ্রেত হইলে, ও ইহার প্রয়োগ হয়, আর তাহার এ এই শব্দের ন্যায় রূপ হয়, কেবল ওকারের স্থানে উ হইয়া থাকে, যেমন ও, উহাকে, উহাতে, ইত্যাদি। সম্মান অভিপ্রেত হইলে, ও ইহার স্থানে উনি আদেশ হয়, আর প্রথম স্বরের সানুনাসিক উচ্চারণ হয়, যেমন উঁনি, উঁহাকে, উঁহাতে, ইত্যাদি।†

* কর্তৃকারক ভিন্ন সকল কারকে এ, ও, এই প্রতিসংজ্ঞা নামস্থলাভিষিক্ত হয়, যেমন ইহাকে দেও, ইহারা যায়, উহারা যাইতেছে।

† পরস্পর কথোপকথনে কর্তৃপদ ভিন্ন কারকে যখন 'হা'

যে' এই প্রতিসংজ্ঞার রূপ 'সে' এই প্রতিসংজ্ঞার ন্যায় হয়, যেমন যে, যাহাকে, যাহাতে, যাহার, ইত্যাদি। সম্মান অভিপ্রেত হইলে যিনি, যাঁহাকে, ইত্যাদি রূপে পরিণাম হয়। যে তোমাকে মারিলেক, এ প্রয়োগে যে সাধারণ ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে; তোমাকে মারিলেক, এই বাক্যের সম্বন্ধদ্বারা বিশেষ মারণকর্ত্তার প্রতীতি হইল।

জিজ্ঞাসার বিষয় পদার্থ যদি ব্যক্তি হয় তবে কে, আর যদি বস্তু হয় তবে কি, ইহার প্রয়োগ হয়; কিন্তু অধ্যাহৃত কিম্বা উক্ত ক্রিয়া তাহার যোজক হইয়া থাকে. যেমন কে কহিয়াছিল? এ স্থলে বাক্যের অর্থ কে কহিয়াছিল উক্ত হইয়াছে; কে? অর্থাৎ কে বসিয়াছে, বা গিয়াছে? এ স্থলে ক্রিয়া উহ্য হইল; এবং কি কহিতেছ? কি? অর্থাৎ কি হয়? ইত্যাদি। ইহার রূপ 'যে' ইহার ন্যায় জানিবে। প্রভেদ এই, যে সম্মান অভিপ্রেত হইলেও বিশেষ নাই।

ইহার লোপ হয়. তখন উকার স্থানে ও আদেশ হয়, যেমন ওকে দেও, সেই রূপ 'ইহাকে' ইহার 'ই' স্থানে এ হইয়া থাকে, যেমন একে দেও। এই রূপ যাহাকে, তাহাকে, কাহাকে, ইত্যাদি স্থলেও জানিবে, যেমন যাকে, তাকে, কাকে, ইত্যাদি।

যদি সময় জিজ্ঞাস্য হয়, তবে 'কবে' আর 'কখন' ইহার প্রয়োগ হয়, ইহার রূপান্তর নাই; ঐ দুইয়ের প্রভেদ এই, যে কবে, ইহার প্রয়োগ দিন জিজ্ঞাস্য; আর কখন, ইহার প্রয়োগ সময় জিজ্ঞাস্য হইলে প্রায় হইয়া থাকে, যেমন কবে যাইবে? অর্থাৎ কোন দিন যাইবে? কখন যাইবে? অর্থাৎ কোন সময়ে যাইবে? যখন স্থান জিজ্ঞাস্য হয়, তখন 'কোথা' কিম্বা 'কোথায়' ইহার প্রয়োগ হয়, যেমন কোথা যাইবে? কোথায় যাইবে? অবস্থা কিম্বা প্রকার ইচ্ছা জিজ্ঞাস্য হইলে 'কেমন' শব্দের প্রয়োগ হয়, যথা কেমন আছেন? ইহার রূপান্তর নাই।

কি, ইহার রূপ।

কি   কি   কিসে, কিসেতে   কিসের।

নান্ত কোন শব্দ কে, কি, কবে, কোথা, ইহার প্রতিনিধি হয়, এ শব্দ অব্যয়, ইহার রূপান্তর হয় না, আর বিশেষণপদের ন্যায় ব্যবহার হয়, কোন্ ব্যক্তি তোমাকে মারিলেক? অর্থাৎ কে তোমাকে মারিলেক? কোন্ পুস্তক পড়িতেছ? অর্থাৎ কি পুস্তক পড়িতেছ? কোন্ দিবস যাইবে? অর্থাৎ

* কোথা এ স্থলে থাকার স্থানে পূর্ব্বাঞ্চলেতে কহিয়া থাকেন।

কবে যাইবে? কোন্ স্থানে যাইতেছ? অর্থাৎ কোথা যাইতেছ?

যখন কোন জাতিবাচক শব্দের অনির্দ্ধারিত এক ব্যক্তি জিজ্ঞাস্য হয়, তখন অকারান্ত কিম্বা ওকারান্ত 'কোন' এই শব্দ বিশেষণের ন্যায় প্রয়োগ হইয়া থাকে, যেমন কোন মনুষ্য ঘরে আছে? অর্থাৎ মনুষ্যের কোন এক ব্যক্তি ঘরে আছে? কোন পুস্তক পেটরাতে আছে? অর্থাৎ পুস্তকের কোন এক খান পেটরাতে আছে? অনির্দ্ধারিত ব্যক্তি জিজ্ঞাস্য হইলে, কেও, কিম্বা কেহ, ইহার প্রয়োগ হয়, যেমন কেও ঘরে আছে? অর্থাৎ কোন ব্যক্তি ঘরে আছে? আর কোন শব্দ ও কেহ শব্দ যখন দ্বিরুক্ত হয় তখন প্রশ্ন অভিপ্রেত না হইয়া অনির্দ্ধারিত ব্যক্তি সকলকে বুঝায়, যেমন কোন২ ব্রাহ্মণ; কোন২ রাজা; ইত্যাদি।

আপন, এই শব্দ নামের অথবা প্রতিসংজ্ঞার পর অন্যের ব্যাবর্ত্তনার্থে প্রয়োগ হয়, যেমন সে আপন পুত্রকে দান করিলেক, অর্থাৎ অন্যের পুত্র নহে, আপন পুত্রকেই দান করিলেক। আপনি, এই শব্দ নামের কিম্বা প্রতিসংজ্ঞার পরে নির্দ্ধারণার্থে প্রয়োগ হয়, যেমন সে আপনি মারিলেক, অর্থাৎ

সেই স্বয়ং মারিলেক, ইত্যাদি। আমি আপনি, তুমি আপনি, রাজা আপনি, ইত্যাদি।

আপনি, এই শব্দ কখনো দ্বিতীয় পুরুষের প্রতি যোগ হয়; যখন তাহার সম্মান অভিপ্রেত হয়, তৎকালে তৃতীয় পুরুষীয় ক্রিয়াপদের সহিত অন্বিত হইয়া থাকে, যেমন আপনি কোথায় যাইতেছেন? এবং উহার রূপ আমি ইত্যাদি প্রতিসংজ্ঞার ন্যায় হইয়া থাকে, যেমন,

আপনি, আপনাকে, আপনহইতে, আপনার।
আপনারা, আপনাদিগকে, আপনাদিগহইতে,* আপনাদিগের।

পঞ্চম অধ্যায়।

গুণাত্মক বিশেষণ।

যে২ শব্দ বস্তুর গুণ কিম্বা অবস্থাকে কহে, যদি সেই অর্থের সহিত তিন কালের এক কালেরও প্রতীতি না হয়, তবে তাহাকে গুণাত্মক বিশেষণ কহি, যেমন বড়, ছোট, ভাল, মন্দ ইত্যাদি। অতএব গুণাত্মক বিশেষণ শব্দ বিশেষ্যের পূর্ব্বে প্রযুক্ত হইয়া তাহার গুণকে কহে, যে বিশেষ্য কখন উক্ত

---

* [illegible] এরূপ প্রয়োগ কি [illegible] কি প্র[illegible] তাহা ব্যাকরণ কারকেরা [illegible] করেন না, কিন্তু তৎস্থানে সম্বন্ধীয় কারকের [illegible] সম্বন্ধীয় বিশেষণের যোগ হয়, যেমন আমাদের প্রতি, ইত্যাদি

হয়, যেমন বড় মনুষ্যকে সম্মান কর; আর কখন অধ্যাহৃত হয়, যেমন বড়কে মান্য কর, অর্থাৎ বড় মনুষ্যকে মান্য কর। যখন বিশেষ্য শব্দের পূর্ব্বে গুণাত্মক বিশেষণের প্রয়োগ হয় তখন সমাস হইয়া এক পদ হইয়া থাকে, অর্থাৎ ঐ বিশেষণের কি বচন কি রূপ কি পরিণাম কোন চিহ্ন থাকে না, যেমন বড় মনুষ্যেরা, বড় কন্যাকে, ইত্যাদি। কিন্তু সংস্কৃত গুণাত্মক বিশেষণ শব্দে এ নিয়ম সর্ব্বদা থাকে না, অর্থাৎ লিঙ্গচিহ্ন অনেক স্থানে দৃষ্ট হয়, যেমন জ্যেষ্ঠা কন্যা, দুষ্টা ভার্য্যাকে ত্যাগ করা উচিত, ইত্যাদি। কিন্তু বিশেষ্য শব্দ যখন উক্ত না হয় তখন কি সংস্কৃত কি ভাষা গুণাত্মক শব্দ সকলের রূপ পূর্ব্বোক্ত বিশেষ্য শব্দের রূপের ন্যায় গৌড়ীয় ভাষাতে হইয়া থাকে।

বড়	বড়কে	বড়েতে[1]	বড়ের
বড়রা	বড়দিগকে	বড়দিগেতে	বড়দের।

ক্ষুদ্র শব্দ সংস্কৃত ইহার রূপও ঐ প্রকার হয়।

ক্ষুদ্র	ক্ষুদ্রকে	ক্ষুদ্রে, ক্ষুদ্রেতে	ক্ষুদ্রের
ক্ষুদ্রেরা	ক্ষুদ্রদিগকে	ক্ষুদ্রদিগেতে	ক্ষুদ্রদিগের।

---

১ বঙ্গভাষায় অধিকরণ কারকের 'এতে,' সম্বন্ধ কারকের 'এর,' কারক চিহ্নের নিমিত্তে যোগ না হইয়া এ, ইহার লোপ হয়, যেমন বড়তে, বড়র।

গুণাত্মক শব্দ কি ভাষা কি সংস্কৃত যাহা ভাষাতে ব্যবহার্য্য হয় তাহা সকল পূর্ব্বোক্ত অর্থে এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারে টা, টি, গাছা, গুলা, গুলিন, খান, থান, ইহার সহিত সংযুক্ত হয়, যেমন বড়টাকে দেও; কিন্তু বিশেষ্য শব্দ উক্ত হইলে তাহার সহিত প্রয়োগ হয়, যেমন বড় ঘোড়াটাকে দেও।

ভূরি সংস্কৃত বিশেষণ শব্দ যাহা ভাষাতে ব্যবহার্য্য হয় তাহা সংস্কৃত বিশেষণ কিম্বা বিশেষ্য শব্দহইতে নিষ্পন্ন হয়, যেমন ধার্ম্মিক অর্থাৎ ধর্ম্ম শব্দ যাহা বিশেষ্য হয় তাহাহইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে; সেই রূপ মাসহইতে মাসিক, জ্ঞানহইতে জ্ঞানী। নির্ধন, নিরশব্দ ও ধনশব্দের সমাসে হয়। অলৌকিক, অর্থাৎ অ * আর লৌকিক, এই দুইয়ের মিলনে হইয়াছে। সংস্কৃত কিম্বা ইংরাজি অভিধান যাহাতে সংস্কৃত শব্দের অর্থাদি আছে তাহা অবলোকনদ্বারা অনায়াসে জানিতে পারিবেন, যে এই সকল সমাসযুক্ত পদের প্রত্যেক শব্দ বাক্যের কোন অংশ হয়, আর সমাস হইয়াই বা বাক্যের

---

* যে সকল শব্দের আদিতে স্বর থাকে তাহার পূর্ব্বে নিষেধ বোধক অকারের যোগ হইলে অকার স্থানে অন আদেশ হয়, যেমন অনুকূল, অননুকূল।

কোন অংশ হইয়া থাকে, যদ্যপিও সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠ ব্যতিরেক ইহার বিশেষ জ্ঞান হইতে পারে না।

পশ্চাৎ লিখিত সংস্কৃতের গুণাত্মক বিশেষণ শব্দ সকল এবং সেই প্রকার গৌড়ীয় ভাষার পদ সকল গৌড়ীয় ভাষাতে সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য হয়, যেমন বন্ধু-হীন, বন্ধু ও হীন এই দুই শব্দের সমাসে হইয়াছে। সেই রূপ ধর্ম্মকার্য্য, জ্ঞানশূন্য, জলপ্রায়, সজীব, সর্ব্বজ্ঞ, অনুগত, বুদ্ধিমান্,* ইত্যাদি।

সংস্কৃত গুণাত্মক বিশেষণ যখন ব্যবহার্য্য হয় তখন সংস্কৃতের নিয়মানুসারে উত্তরোত্তর গুণের আধিক্য জানাইবার নিমিত্ত 'তর' ও 'তম' ইহার সংযোগ ঐ বিশেষণ শব্দের সহিত হইয়া থাকে। গুণবিশিষ্ট দুই বস্তুর মধ্যে একের গুণাধিক্য বুঝা-ইতে তাহার সহিত 'তর' ইহার সংযোগ করা যায়, যেমন শ্যামহইতে রাম বিজ্ঞতর হন। এবং গুণ-বিশিষ্ট অনেকের মধ্যে একের গুণাধিক্য বুঝিতে 'তম' ইহার সংযোগ হয়, যেমন শ্যাম ও রাম-

---

* অ, আ, ম, আর পঞ্চ বর্গের পঞ্চমাক্ষর ভিন্ন যে কোন অক্ষরান্ত শব্দ পুরুষের প্রতি প্রযোগ হইলে তাহার অন্তে বান্ শব্দের সংযোগ হয, যেমন ভাগ্যবান্, রূপবান্, আর স্ত্রীলিঙ্গে বতী, যেমন ভাগ্যবতী, রূপবতী। ইহা ভিন্ন স্থলে মান্ মতী হয, যেমন বুদ্ধিমান্, বুদ্ধিমতী।

হইতে কৃষ্ণ বিজ্ঞতম হন, ইত্যাদি। এই রূপ অতি, অত্যন্ত, অতিশয়, ইহার গুণাত্মক বিশেষণের পূর্ব্ব নিক্ষেপদ্বারা গুণের আধিক্য বুঝায়, যেমন অতি সুন্দর, অত্যন্ত সুন্দর। গৌড়ীয় ভাষাতে গুণাত্মক বিশেষণ শব্দের বিশেষ লিঙ্গ চিহ্ন নাই, ইহা পূর্ব্বেই কহা গিয়াছে; কিন্তু সংস্কৃত যে সকল গুণাত্মক শব্দ তাহা প্রায় সংস্কৃতের ন্যায় ভাষায় ব্যবহার্য্য হয়, যেমন সুন্দর পুরুষ, সুন্দরী স্ত্রী। * কিন্তু ক্লীবলিঙ্গের ব্যবহার ভাষার কোন স্থলে নাই।

কোন গুণাত্মক শব্দের কেবল গুণ অভিপ্রেত হইলে তাহার উত্তর সংস্কৃত নিয়মানুসারে ত্ব কিম্বা তা ইহার প্রয়োগ হয়, কিন্তু ইহা সংস্কৃত গুণাত্মক শব্দের পরেই হইয়া থাকে, যেমন ক্ষুদ্রত্ব, ক্ষুদ্রতা। কখন সংস্কৃত নিয়মানুসারে আকারেরও বৈপরীত্য হইয়া থাকে, যেমন ধীরহইতে ধৈর্য্য, শূরহইতে শৌর্য্য, ইত্যাদি। এ সকল গুণাত্মক শব্দের আকারের বৈপরীত্যের বিশেষ জ্ঞান সংস্কৃত ব্যাকরণের জ্ঞানাধীন হয়।

---

* প্রায় অকারান্ত শব্দে স্ত্রী লিঙ্গ জ্ঞানের নিমিত্তে অকার স্থানে আকার হইয়া থাকে, দীর্ঘ, দীর্ঘা।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ক্রিয়াত্মক বিশেষণ।

যে সকল শব্দ বস্তুর অবস্থাকে কহে আর সেই অর্থের সহিত তিন কালের এক কাল প্রতীত হয়, তাহাকে ক্রিয়াত্মক বিশেষণ কহা যায়, যেমন আমি মারিলাম, মারি, মারিব।

সেই ক্রিয়াত্মক বিশেষণ দুই প্রকার হয়, সকর্ম্মক আর অকর্ম্মক। যে ক্রিয়া কর্ত্তাহইতে নিষ্পন্ন হইয়া সাক্ষাৎ কিম্বা লক্ষণায় অন্যকে ব্যাপে তাহাকে সকর্ম্মক কহা যায়, যেমন সে রামকে মারিলেক, সে মহা যোদ্ধা সমুদ্রকে ত্রস্ত করিলেক। যে ক্রিয়া কর্ত্তাতেই কেবল নিষ্পন্ন হয় তাহাকে অকর্ম্মক কহি, যেমন রাম বসিলেন।

সেই সকর্ম্মক ক্রিয়া দুই প্রকার হয়, কর্তৃবাচ্য ও কর্ম্মবাচ্য। বাক্যে কর্ত্তা মুখ্যরূপে অভিপ্রেত হইলে কর্তৃবাচ্য, যেমন রাম মারিলেন; আর কর্ম্ম মুখ্যরূপে অভিপ্রেত হইলে কর্ম্মবাচ্য হয়, যেমন রাম মারা গেলেন।

ক্রিয়ার প্রকার।

সেই ক্রিয়াত্মক বিশেষণ যেমন অবস্থাকে ও

অবস্থার সহিত কালকে প্রতিপন্ন করে সেই রূপ বাক্যের অভিপ্রেত পদার্থের সহিত সম্বন্ধকেও কহে, যেমন দেবদত্ত যাইতেছেন, এ স্থলে যাইতেছেন এই যে পদ সে দেবদত্তের অবস্থা যে যাওন তাহাকে এবং তাহার সহিত বর্ত্তমান কালকে এবং দেবদত্তের সহিত ঐ অবস্থার সম্বন্ধকে বুঝাইতেছে। সেই সম্বন্ধ যদি অবধারিত হয় তবে সে ক্রিয়াকে নির্দ্ধারণ কহা যায়, যেমন আমি যাইব। আর যদি সে সম্বন্ধ অন্য সম্বন্ধের অপেক্ষা করে তবে তাহাকে সংযোজন ক্রিয়া কহি, যেমন তুমি যদি যাও তবে আমি যাইব। আর যদি সে সম্বন্ধ প্রার্থনীয় হয় তবে সে ক্রিয়াকে নিযোজন কহি, যেমন তুমি যাও, আর তুমি যাইতে পার, এতাদৃশ অর্থে যে অন্য২ ভাষায় ক্রিয়ার রূপান্তর হয়, তাহা এই তৃতীয় প্রকারের অন্তর্গত জানিবে।

বিভক্তিবাচ্য কাল।

ক্রিয়ার সহিত নানাবিধ কালিক সম্বন্ধ যাহা আখ্যাতিক পদের দ্বারা প্রতীত হয় তাহাকে বিভক্তিবাচ্য কাল কহি, আর তাহার দ্যোতক সেই আখ্যাত প্রত্যয় হয়, যেমন আমি মারিলাম, আমি মারিয়াছি, আমি মারিব।

ধাতুৰূপ।

প্রত্যয়ের দ্বারা ক্রিয়ার পৃথক্ ২ প্রকারকে ও কালকে ও সংখ্যাকে ব্যক্ত করা যায় তাহাকে ধাতুৰূপ কহি; সে ধাতুর গৌড়ীয় ভাষাতে এক প্রকার হয়। নান্ত ক্রিয়াবাচক শব্দের পরে ঐ সকল প্রত্যয়ের প্রয়োগ হইয়া থাকে, যেমন মারণ, এই ধাতু কেবল মারণ ক্রিয়াকে কহে; তাহার পরে প্রত্যয়ের দ্বারা নানাবিধ পদের রচনা হয়, যেমন, ই, ইব, ইলাম, ইহার প্রয়োগ মারণ ধাতুর উত্তর হইয়া ঐ ধাতুর অন ভাগের লোপ হয়; পশ্চাৎ মারি, মারিব, মারিলাম, এই পদ সিদ্ধ হয়। ইহার শেষ বিস্তারৰূপে পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে।

কেবল প্রথম পুরুষ দ্বিতীয় পুরুষ তৃতীয় পুরুষ ভেদে প্রত্যয়ের বিপর্য্যয় হয়, যেমন আমি মারি, তুমি মার, তিনি মারেন; কিন্তু একবচন বহুবচন ভেদে প্রত্যয়ের বিপর্য্যয় হয় না, যেমন আমি মারি, আমরা মারি; তুমি মার, তোমরা মার; তিনি মারেন, তাঁহারা মারেন। সেই ৰূপ লিঙ্গের প্রভেদেও প্রত্যয়ের বিপর্য্যয় হয় না, যেমন সে কোথা গেল? অর্থাৎ সে পুরুষ কিম্বা স্ত্রী কোথা

গেল? ইহা গৌড়ীয় ভাষা শিক্ষাতে সুগমের এক কারণ হইয়াছে।

ক্রিয়াবাচক শব্দ যাহার সহিত প্রত্যয়ের সংযোগদ্বারা নানাবিধ পদ সিদ্ধ হয় তাহাকে তিন প্রকারে বিভাগ করা যাইতে পারে, অর্থাৎ অন অন্তে যাহার থাকে সে প্রথম প্রকার, যেমন মারণ, চলন, দেখন। ওন অন্তে যাহার থাকে সে দ্বিতীয় প্রকার হয়, যেমন খাওন, যাওন, ইত্যা-দি। আর আন অন্তে যাহার হয় সে তৃতীয় প্রকার, যেমন বেড়ান, দেখান। তাহার মধ্যে আদৌ প্রভেদ এই, যে প্রত্যয় সংযোগ কালীন প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের অনভাগ ও ওনভাগ লোপ হইয়া প্রথম পুরুষে বর্ত্তমান কালেই প্রত্যয় হয়, যেমন মারি খাই; আর তৃতীয় প্রকারের কেবল নকারের লোপ হইয়া ই প্রত্যয় হয়, যেমন বেড়াই, দেখাই। কিন্তু বর্ত্তমান কালে দ্বিতীয় পুরুষে অন ভাগান্ত ক্রিয়ার ইকার স্থানে অকার হয়, যেমন মার, দেখ, ইত্যাদি; আর ওন ভা-গান্ত এবং আন ভাগান্ত ক্রিয়ার ইকার স্থানে ওকার আদেশ হয়, যেমন বেড়াও, দেখাও। বর্ত্তমানকালে তৃতীয় পুরুষে প্রথম প্রকার ক্রি-

য়ার স্থায়ি প্রকৃতির অন্তে এন প্রয়োগ হয়, যেমন চলেন, দেখেন; আর দ্বিতীয় তৃতীয় প্রকার ক্রিয়ার স্থায়ি প্রকৃতির পরে কেবল নকারের প্রয়োগ হয়, যেমন যান, বেড়ান, ইত্যাদি। সেই রূপ অতীত কালে সর্ব্ব প্রকার ক্রিয়ার স্থায়ি প্রকৃতির পরে প্রথম পুরুষে 'ইলাম' দ্বিতীয় পুরুষে 'ইলে'* আর তৃতীয় পুরুষে 'ইলেন' ইহা প্রয়োগ হয়, যেমন মারিলাম, খাইলাম, বেড়াইলাম; মারিলে, খাইলে, বেড়াইলে; মারিলেন, খাইলেন, বেড়াইলেন; এবং ভবিষ্যৎকালে সর্ব্ব প্রকার ক্রিয়ার স্থায়ি প্রকৃতির পরে প্রথম পুরুষে 'ইব' দ্বিতীয় পুরুষে 'ইবে' আর তৃতীয় পুরুষে 'ইবেন' ইহা প্রয়োগ হয়, যেমন যাইব, খাইব, বেড়াইব; যাইবে, মারিবে, খাইবে; যাইবেন, মারিবেন, খাইবেন, ইত্যাদি। এই রূপ সংযোজন প্রকারে প্রথম পুরুষে 'ইতাম' দ্বিতীয় পুরুষে 'ইতে' আর তৃতীয় পুরুষে 'ইতেন,' যেমন মারিতাম, মারিতে, মারিতেন। নিযোজনে প্রথম প্রকার

* পূর্ব্ব অঞ্চলে এবং কখন বা পদ্যেতে ইলে স্থানে ইলা প্রয়োগ হয়, আর ইবে স্থানে ইবা, যেমন মারিলা, মারিবা; আর পদ্যেতে কদাচিৎ ইলেন স্থানে ইলা ব্যবহার হয়, যখন ব্যক্তির সম্ভ্রম অভিপ্রেত হয়।

ক্রিয়ার স্থায়ি প্রকৃতির পরে বর্ত্তমান কালে দ্বিতীয় পুরুষে 'অ' কিম্বা 'অহ' ইহা প্রয়োগ হয়, যেমন তুমি মার, মারহ; আর দ্বিতীয় তৃতীয় প্রকার ক্রিয়ার অ কিম্বা অহ স্থানে 'ও' ইহা প্রয়োগ হয়, যেমন খাও, বেড়াও।

সর্ব্ব প্রকার ক্রিয়ার স্থায়ি প্রকৃতির পরে তৃতীয় পুরুষে বর্ত্তমান কালে 'উন্' হয়, যেমন মারুন্, খাউন্, বেড়াউন্। আর ভবিষ্যৎ কালে দ্বিতীয় পুরুষে সর্ব্ব প্রকার ক্রিয়ার পরে 'ইও' প্রয়োগ হয়, যেমন মারিও, খাইও, বেড়াইও।

সর্ব্ব প্রকার ক্রিয়ার স্থায়ি প্রকৃতির পরে 'ইতে' ইহার প্রয়োগ করিলে ক্রিয়াকে কিম্বা ক্রিয়ার কর্ত্তাকে বুঝায়, যেমন মারিতে কহ, মারিতেছিল; আর সর্ব্ব ক্রিয়ার স্থায়ি প্রকৃতির পর 'ইয়া' প্রয়োগ করিলে অন্য ক্রিয়ার অতীত কাল বিশিষ্ট পূর্ব্ব ক্রিয়াকে বোধ করায়, যেমন মারিয়া গিয়াছে, খাইয়া যাইবে, অর্থাৎ যাওন ক্রিয়ার পূর্ব্বে মারণ ও খাওন ক্রিয়া অভিপ্রেত হয়। সেই রূপ ইয়ার স্থানে 'ইলে' প্রয়োগ করিলে অন্যের অন্য ক্রিয়ার সম্ভাবনা বুঝায়, যেমন তুমি মারিলে আমি মারিলাম।

প্রথম প্রকার ক্রিয়ার স্থায়ি প্রকৃতির পরে আ, এবং দ্বিতীয় প্রকার ক্রিয়ার 'ওয়া,' প্রয়োগ করিলে ক্রিয়াকে কিম্বা কর্ম্মকে বুঝায়, যেমন মারা ভাল নহে, কাটা বৃক্ষ, ইত্যাদি। পরের কথিত শব্দের নামের ন্যায় রূপ হইয়া থাকে, যেমন মারা, মারার, মারাতে, ইত্যাদি। কিন্তু তৃতীয় প্রকার ক্রিয়ার এরূপ প্রয়োগ হয় না, কেবল ক্রিয়ামাত্র বোধের নিমিত্তে 'আন' আর 'আনা' প্রয়োগ হয়, যেমন বেড়ান, বেড়ানা। সেই রূপ সর্ব্ব প্রকার ক্রিয়ার স্থায়ি প্রকৃতির পরে 'ইবা' ইহার প্রয়োগ হয়, যেমন মারিবা; ইহারও তিন প্রকার রূপ হয়, মারিবা, মারিবার, মারিবাতে। এই প্রকারে ধাতুরও তিন প্রকার রূপ হইয়া থাকে, যেমন মারণ, মারণের, মারণেতে।

যে তিন প্রকার ক্রিয়ার অন ওন আন ইহাতে শেষ হয়, তাহার রূপে পরস্পর অতি অল্প প্রভেদ আছে, একারণ তিন গণ করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই।

পূর্ব্বে যে সকল রূপের নিমিত্ত লক্ষণ করা গেল তাহাতে মনোযোগের দ্বারা পাঠকদের বিদিত হইবেক যে নির্দ্ধারণ প্রকারের বর্ত্তমানের প্রথম

পুরুষে আখ্যাতিক যে রূপ হইবেক, যেমন মারি, খাই, বেড়াই, তাহার সহিত অন্য তাবৎ পদ সাদৃশ্য রাখে, কেবল ঐ বর্ত্তমান কালের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পুরুষ ও বর্ত্তমান নিযোজন আর কৃদন্ত কর্ম্মপদ ইহারা সম্বন্ধ রাখে না, যেমন মারি, মারিলাম, মারিতে, মারিব, মারিতাম। ক্রিয়াকে ণিজন্ত অর্থাৎ প্রেরণার্থে প্রয়োগ করিবার প্রকার এই. যে প্রথম প্রকার ক্রিয়ার নকারের পূর্ব্বে 'আ' দিতে হয়, যেমন দেখনহইতে দেখান, করণহইতে করাণ,* ইত্যাদি। দ্বিতীয় প্রকার ক্রিয়াতে নকারের পূর্ব্বে 'য়া' দিতে হয়, যেমন খাওয়ান; আর তৃতীয় প্রকার ক্রিয়া ণিজন্ত হয় না,† কিন্তু ণিজন্ত ক্রিয়ার রূপ সকল তৃতীয় প্রকার ক্রিয়াপদের ন্যায়

---

* এ স্থলে সংস্কৃত রীতির অনুসারে দন্ত্য নকার স্থানে মূর্দ্ধন্য ণ হইয়াছে।

† যে ক্রিয়া 'আ' অথবা 'য়া' দ্বারা ণিজন্ত হয়, তাহাতে অণিজন্ত কালীন যে কর্ত্তা তিনি যদ্যপি ণিজন্ত ক্রিয়াতে কর্ম্ম হইলেন তথাপি তদন্তঃপাতি অণিজন্ত ক্রিয়াতে তাহারই প্রাধান্য, কর্ত্তার অপ্রাধান্য, যেমন তিনি ধর্ম্মপুস্তক পড়েন, এই বাক্যে তিনি কর্ত্তা আর প্রধান, আর যখন ঐ পড়ন ক্রিয়া আ সংযোগের দ্বারা ণিজন্ত হইবেক, যেমন আমি তাঁহাকে ধর্ম্মপুস্তক পড়াই, তৎকালে তাঁহাকে এই পদ কর্ম্ম হইয়াও পড়ন ক্রিয়াতে প্রধান হয়।

হয়, যেমন দেখাই, ইত্যাদি। তৃতীয় প্রকার ক্রিয়ার ও ণিজন্ত ক্রিয়ার প্রথম বিধ নামধাতু হয় না, কিন্তু দ্বিতীয় তৃতীয় বিধ নামধাতু হয়, যেমন বেড়াইবা, বেড়াইবার, বেড়াইবাতে, বেড়ান অথবা বেড়ান্, বেড়ানের, বেড়ানেতে; দেখাইবা, দেখাইবার, দেখাইবাতে, দেখান্ কিম্বা দেখান, দেখানের, দেখানেতে।

পূর্ব্ব লক্ষণের উদাহরণ সকল বিশেষরূপে দেখাইবার নিমিত্ত মারণ ক্রিয়ার মারি ইত্যাদি রূপ পরে লেখা যাইতেছে।

ক্রিয়া নির্দ্ধারণ প্রকারে তিন লকার হয়, অন্য ক্রিয়ার সংযোগাধীন অধিক হইয়া থাকে, তাহার বিবরণ পরে পাইবে।

নির্দ্ধারণ প্রকার।

বর্ত্তমান লকার।

আমি / আমরা } মারি। *	তুমি / তোমরা } মার।	তিনি / তাঁহারা } মারেন।

---

* বঙ্গভাষায় ও অন্য২ অনেক ভাষায় বর্ত্তমান লকার প্রয়োগে কখন২ কালকে না বুঝাইয়া কেবল সেই ক্রিয়ামাত্র বুঝায় যে ক্রিয়া অবাধে হইয়া থাকে, যেমন আমি প্রাতঃকালে পড়ি।

অতীত লকার।

আমি / আমরা } মারিলাম।	তুমি / তোমরা } মারিলে।	তিনি / তাঁহারা } মারিলেন।

ভবিষ্যৎ লকার।

আমি / আমরা } মারিব।	তুমি / তোমরা } মারিবে।	তিনি / তাঁহারা } মারিবেন।

সংযোজন প্রকার।*

বর্ত্তমান লকার।

যদি মারি।† যদি মার। যদি মারেন।

---

* সংযোজন ক্রিয়াতে বাক্যের সম্পূর্ণতা নিমিত্ত অন্য ক্রিয়ার অপেক্ষা থাকে, তন্নিমিত্ত পূর্ব্ব বাক্যীয় ক্রিয়ার সহিত দ্বৈধবোধক কোন অব্যয় শব্দের প্রয়োগ হয়, দ্বিতীয় বাক্যীয় ক্রিয়াতে প্রয়োজনসিদ্ধি হয়, যেমন যদি সূর্য্য উদয় হয়েন অন্ধকার থাকিবেক না।

† নির্দ্ধারণ প্রকারের বর্ত্তমান লকারে যে প্রকার রূপ থাকে সেই রূপেই এ স্থলে প্রয়োগ হয়, কেবল যদি প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ মাত্র অধিক, কিন্তু দ্বিতীয় বাক্য যাহার দ্বারা বাক্যের পূর্ণতা হয়, তাহার ক্রিয়াতে ভবিষ্যৎ লকারের রূপ হইবেক। এবং ঐ দ্বিতীয় বাক্যস্থ ক্রিয়ার পূর্ব্বে তবে ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ হয়, যেমন যদি তুমি মার তবে আমরা মারিব। কখন২ এ রূপ স্থলে যদি প্রভৃতি অব্যয়ের লোপ হইয়া থাকে, যেমন তুমি মার আমি মারিব, যদ্যপিও এ স্থলে উত্তর বাক্যে 'তবে' শব্দ নাই কিন্তু প্রায়ই লুপ্ত, যদি প্রভৃতি শব্দের বোধনার্থ উত্তর বাক্যে তবে ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে, যেমন তুমি মার তবে আমি মারিব, এই রূপ দ্বিতীয় বাক্যের পূর্ব্বস্থ তবে ইত্যাদি শব্দের লোপ হয়, যেমন যদি তুমি আমাকে মারিতে তোমাকে আমি মারিতাম।

অতীত লকার।

যদি মারিতাম। যদি মারিতে। যদি মারিতেন।

সংযোজন প্রকারে ভবিষ্যৎ লকার নাই, যেহেতু বর্ত্তমান লকারই সম্ভাব্যরূপে ভবিষ্যৎ লকারকে কহে; যেমন যদি আমি কহি, অর্থাৎ এক্ষণে অথবা পরক্ষণে যদি আমি কহি। আর সংযোজন প্রকারের অতীত লকার কখন অতীত কালের ক্রিয়ার পৌনঃপুন্য কহে, তখন বাক্যসমাপ্তি করিবার নিমিত্ত অন্য ক্রিয়া অপেক্ষা হইবেক না; সুতরাং নির্দ্ধারণ প্রকারে গণিত হইবেক, যেমন আমি বিদ্যালয়ে পড়িতাম, অর্থাৎ অতীত কালে বিদ্যালয়ে পুনঃপুনঃ পাঠ করিতাম।

নিযোজন প্রকার।

বর্ত্তমান লকার।

তুমি / তোমরা } মার অথবা মারহ। তিনি / তাঁহারা } মারুন।

ভবিষ্যৎ লকার।

তুমি তোমরা মারিও।

চতুর্থ।—মারিতে।*

কর্ত্তা বর্ত্তমান।—মারিতে।†

* তাহাকে মারিতে আমি আসিয়াছি।

† আপন পুত্রকে মারিতে তাহাকে আমি দেখিলাম।

অতীত কর্ত্তা কিম্বা ক্ত্বাচ্।—মারিয়া।*

সম্ভাব্য কর্ত্তা।—মারিলে।†

কর্ম্ম।—মারা।‡

মারা এ শব্দ নামধাতু রূপে প্রয়োগ হয়, যেমন মারা, মারাকে, মারাতে।||

দ্বিতীয় নামধাতু।

মারিলা মারিলাম, মারিলেছে।

তৃতীয় নামধাতু।

মারণ, মারণের, মারণের, মারণে, মারণেতে।

আছি এ সহকারি ক্রিয়া ইহার সম্পূর্ণ রূপ হয় না, অর্থাৎ নির্দ্ধারণ প্রকারে বর্ত্তমানে ও অতীতে রূপ হইয়া থাকে।

নির্দ্ধারণ প্রকার।

বর্ত্তমান লকার।

আমি আমরা	আছি।	তুমি তোমরা	আছ।	তিনি তাঁহারা	আছেন।

---

* সে তোমাকে মারিয়া যাইতেছে।

† ইহার প্রয়োগ অতীত কালে কিম্বা ভবিষ্যৎ কালে হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার কোন উত্তর বাক্যীয় সমাপিক ক্রিয়ার দ্বারা হয়, যেমন তুমি মারিলে আমি মারিতাম, তুমি মারিলে আমি মারিব।

‡ সে মারা যাইতেছে, অকর্ম্মক ক্রিয়াতে এ রূপ কর্ম্ম প্রতিপাদক প্রয়োগ হয় না, কিন্তু নামধাতু রূপে প্রয়োগ হয়, যেমন চলা, চলার, চলাতে।

|| যেমন চাকরকেও মারা ভাল নহে, মারার বদলে (পরিবর্ত্তে) মারা এবং অন্যকে মারাতে অনেক দোষ।

ক্ত্বাচ্ ও চতুম্ অন্তপদের সহিত আছি ক্রিয়ার সংযোগদ্বারা রূপ হয়, যাহা পূর্ব্বে কহিলাম, ইহাতে মনোযোগদ্বারা পাঠকেরা জানিতে পারিবেন যে অন্য২ ক্রিয়ার সহিত অর্থ সঙ্গতি থাকিলে এই দুইয়ের একের সংযোগাধীন সেই২ ক্রিয়ারও রূপ হইয়া থাকে, যেমন মারিয়া ও ফেলি ইহার যোগে মারিয়া ফেলি; মারিতে চাহি ইহা মারিতে ও চাহি এ দুইয়ের সংযোগে হইয়াছে; যাইতে পারি, যাইতে ও পারি ইহার সংযোগে হইয়াছে; মারিতে লাগি, অর্থাৎ মারিতে আরম্ভ করি, কিন্তু ইহা শিষ্ট প্রয়োগ নহে; মারিয়া থাকি, অর্থাৎ সময়ে২ মারি, মারিতে যাই, এই রূপ অর্থ সঙ্গতি ক্রমে নানা ক্রিয়ার রূপ হইতে পারে। অতএব তন্নিমিত্তে পৃথক্২ ক্রিয়া প্রকারের আধিক্য করণে প্রয়োজন নাই।

এক লকার স্থানে অন্য লকারকে লক্ষণা করিয়া ব্যবহার করা যায়, প্রকরণদ্বারা তাহার জ্ঞান হয়,

---

* ইহার অতীত ক্ত্বাচ্ ক্রিয়াঙ্গের সহিত প্রয়োগে দ্বিধাবোধক শব্দের যোগ থাকিলে সংযোজন প্রকার হয়, যেমন যদি আমি টাকা লইয়া থাকি তবে ফিরিয়া দিন, এই যে নির্দ্ধারণ প্রকারের পরিবর্ত্তে সংযোজন প্রকার তাহা কেবল নির্দ্ধারণ প্রকারের বর্ত্তমানেই হইয়া থাকে, অন্য কালে হয় না, যেমন যদি আমি মারিয়া থাকিব ইত্যাদি বাক্য নিরর্থক।

যেমন অন্ন আসিয়াছে, ইহার উত্তরে 'আইল' ইহা বর্ত্তমান লকার স্থানীয় হয়, অর্থাৎ অন্ন আসিতেছে; আর যে পর্য্যন্ত আমি থাকি সে পর্য্যন্ত তুমি থাকিবে, এ স্থলে থাকি ইহা বর্ত্তমান লকার হইয়াও ভবিষ্যৎ লকার স্থানীয় হইয়াছে, অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত আমি থাকিব সে পর্য্যন্ত তুমি থাকিবে।

আপনি করিবেন অথবা আপনি দিবেন ইহা ভবিষ্যৎ লকার হইয়াও সম্মান স্থলে বর্ত্তমান অনুজ্ঞাকে বুঝায়, অর্থাৎ আপনি করুন, আপনি দেউন। ইহাতে বিশেষ রূপে মনোযোগ করা কর্ত্তব্য যে দ্বিতীয় পুরুষ তুমি ইহার স্থানে তৃতীয় পুরুষ আপনি অথবা মহাশয় এই রূপ প্রয়োগ সম্মান অভিপ্রেত হইলে করা যায়, সে স্থলে ক্রিয়ার প্রয়োগও তৃতীয় পুরুষের হইবে, আপনি দিতেছেন, মহাশয় করিয়াছেন, অর্থাৎ তুমি দিতেছ, তুমি করিয়াছ।

যখন তুচ্ছতা অভিপ্রেত হইবেক তখন তুমি স্থানে তুই আদেশ হয়, ইহা ৪২ পত্রে উল্লেখ করা গিয়াছে। ইহার সহিত অন্বিত যে ক্রিয়া তাহার বিভক্তির পরিবর্ত্ত হয়, যেমন বর্ত্তমান কালে দ্বিতীয় পুরুষের অকার এবং ওকার স্থানে ইস্ আ-

দেশ হয়, যেমন তুমি মার, এ স্থলে তুই মারিস্; আছ স্থানে আছিস্, খাও স্থানে খাইস্, দেখাও স্থানে দেখাইস্। সেই রূপ সংযোজন প্রকারেও জানিবে, অর্থাৎ তাহার অকার ওকার একার স্থানে ইস্ হইয়া থাকে, যেমন যদি তুই মারিস্, যদি তুমি মার ইহার স্থানে হয়; যদি তুমি খাও, ইহার স্থানে যদি তুই খাইস্ ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে; যদি তুমি মারিতে, ইহার স্থানে যদি তুই মারিতিস্ এরূপ কহা যায়। আর অতীত কালে দ্বিতীয় পুরুষের একার স্থানে ইকার হয়, যেমন তুমি মারিলে ইহার স্থানে তুই মারিলি ইহা প্রয়োগ হয়; ছিলে স্থানে ছিলি, মারিতেছিলে ইহার স্থানে মারিতেছিলি; মারিয়াছিলে ইহার স্থানে মারিয়াছিলি। কিন্তু মারিয়াছ ইহা অতীত কাল হইয়া মারিয়া আর আছ এ দুইয়ের সংযোগে হয়, অতএব বর্ত্তমান কালের ন্যায় ইস্ ইহার সংযোগ হইল, এ কারণ মারিয়াছ ইহার স্থানে মারিয়াছিস্ এ রূপ প্রয়োগ হয়। ভবিষ্যৎ কালেও দ্বিতীয় পুরুষের একার স্থানে ইকার আদেশ হয়, যেমন মারিবে ইহার স্থানে মারিবি এতদ্রূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে।

নিয়োজন প্রকারে শেষের স্বরের লোপ হয়,

যেমন মার ইহার স্থানে মার্, খাও ইহার স্থানে খা প্রয়োগ হইয়া থাকে; আর ভবিষ্যৎ নিযোজনে শেষ স্বর স্থানে 'স' আদেশ হইয়া থাকে, যেমন মারিও ইহার স্থানে মারিস্ কহা যায়। এরূপ তুচ্ছত্ববোধক প্রয়োগ সকল বিবেক রহিত অভিমানি প্রভুরা করিয়া থাকেন, অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের এ সকল প্রয়োগে বিশেষ মনোযোগের প্রয়োজন নাই।

তৃতীয় পুরুষের উল্লেখ সময়ে সম্মান অভিপ্রেত না হইলে ঐ তৃতীয় ব্যক্তির স্থানে সে, ও, এ, যে, ইহার প্রয়োগ করা যায়, যাহা পূর্ব্বে ৪২, ৪৩, ৪৪, পত্রে কহা গিয়াছে, আর যে তৃতীয় পুরুষীয় ক্রিয়া যাহার সহিত অন্বিত হয় তাহার তাবতের নকার নির্দ্ধারণ ও সংযোজন প্রকারে লোপ হইবেক; এবং অতীত কালে নয়ের পূর্ব্বে স্থিত একার অকারে পরিবর্ত্ত হয়, যেমন বর্ত্তমান কালে মারেন ইহার স্থানে মারে, মারিতেছেন ইহার স্থানে মারিতেছে ইহা প্রয়োগ হয়।

অতীত কালে মারিলে ইহার স্থানে মারিল, মারিতেছিলেন স্থানে মারিতেছিল আর মারিয়াছিলেন ইহার স্থানে মারিয়াছিল। ভবিষ্যৎ কালে

মারিবেন ইহার স্থানে মারিবে কহা যায়। মারিয়াছেন এ বর্ত্তমান কালের প্রয়োগ মারিয়া আর আছেন ইহার যোগে হয়, এ নিমিত্ত কেবল নকারের লোপ হয়, একার স্থানে অকার হয় না, যেমন মারিয়াছেন ইহার স্থানে মারিয়াছে এ রূপ কহা যায়।

নিযোজন প্রকারে তৃতীয় পুরুষে শেষ নকার স্থানে ক আদেশ হয়, যেমন মারুন্ ইহার স্থানে মারুক্ প্রয়োগ হইয়া থাকে। কখন ভবিষ্যৎ লকারে ও অতীত কালে তৃতীয় পুরুষে তুচ্ছতা অভিপ্রেত হইলে নকার স্থানে ক আদেশ হয় যেমন মারিবেন এ স্থলে মারিবেক ও মারিবে উভয প্রকার প্রয়োগ হয়, আর মারিলেন এ স্থলে মারিলেক ও মারিল দুই প্রকার প্রয়োগ হইয়া থাকে।

যে ক্রিয়ার প্রকৃতি এক আঘাতে উচ্চারিত হয় আর আঘাতদ্বয়ে যে ক্রিয়ার প্রকৃতি উচ্চারিত এবং নকারান্ত হয়, কিন্তু সে নকার রূপ কালে থাকে না, তাহার বর্ত্তমান কালের তৃতীয় পুরুষে নকার স্থানে তুচ্ছত্ব অভিপ্রেত হইলে য়কার আদেশ হয়, যেমন খান স্থানে খায় প্রয়োগ হয়, যাই হইতে যান তাহার নকার স্থানে য় আদেশ হইয়া

যায় প্রয়োগ হয়, সেই রূপ কামাই ক্রিয়ায় কামান ইহার স্থানে কামায় ইহা প্রয়োগ হয়।

ণিজন্ত যাবৎ ক্রিয়া দুই আঘাতে উচ্চারণ হয় এ প্রযুক্ত অব্যবহিত পূর্ব্বলিখিত নিয়মের অন্তর্গত হয়, যেমন দেখাই ক্রিয়া হইতে দেখান ইহার স্থানে দেখায় হয; কিন্তু যে ক্রিয়ার শেষে ন থাকে ও সেই নয়ের রূপ কালে লোপ না হয়, আর দুই আঘাতের অধিক ক্রিয়া যদি হয়, যেমন সামালুন, এ সকলকে পূর্ব্বলিখিত সর্ব্বসাধারণ নিয়মের অন্তঃপাতি জানিবে, অর্থাৎ বর্ত্তমান কালে তৃতীয় পুরুষে তুচ্ছত্ব অভিপ্রেত হইলে নকারের লোপ কেবল হয়, যেমন বাখানেন ইহার স্থানে বাখানে, আর সামালেন ইহার স্থানে সামালে, এ রূপ প্রয়োগ হইয়া যায়।

তৃতীয় পুরুষের তুচ্ছত্ব অভিপ্রেত হইলে, সে, ও, এ, যে, ইত্যাদির ভূরি প্রয়োগ হইয়া থাকে, এ কারণ ইহার অন্বিত ক্রিয়ারও বহুপ্রকার পরিবর্ত্ত হয়, এ নিমিত্ত ইহা বিশেষরূপে লেখা গেল, এবং ইহাতে বিশেষ মনোযোগ করা কর্ত্তব্য।

আমি, ইহার স্থানে ইতর লোক মুই কহিয়া থাকে, কিন্তু যে ইহার অন্বিত ক্রিয়া তাহার রূপের পরিবর্ত্ত হয় না, যেমন আমি মারি অথবা

মুই মারি, আমি অথবা মুই মারিলাম, আমি অথবা মুই মারিব; অতএব এ বিষয়ে অধিক লিখনের প্রয়োজন নাই।

হই, যাই, এই দুই যাহা দ্বিতীয় প্রকার ক্রিয়াতে গণিত হয়, নানাবিধ অর্থে ইহার ভূরি প্রয়োগ হইয়া থাকে, এ কারণ পৃথক্ করিয়া রূপ করা যাইতেছে।

হওন ক্রিয়া।

নির্দ্ধারণ প্রকার।

বর্ত্তমান লকার।

আমি, আমরা } হই। তুমি, তোমরা } হও। তিনি, তাঁহারা } হন।

অতীত লকার।

হইলাম। হইলে। হইলেন।

ভবিষ্যৎ লকার।

হইব। হইবে। হইবেন।

সংযোজন প্রকার।

বর্ত্তমান লকার।

যদি হই। যদি হও। যদি হন।

অতীত লকার।

যদি হইতাম। যদি হইতে। যদি হইতেন

নিযোজন প্রকার।

বর্ত্তমান।—তুমি হও। তিনি হউন।

ভবিষ্যৎকাল।—তুমি হইও।

চতুর্থ ও ক্তাচ বর্ত্তমান।—হইতে।

অতীতকাল।—হইয়া।

সম্ভাব্য কর্ত্তা।—হইলে।

প্রথম নামধাতু,—হওয়া, হওয়ার, হওয়াতে।
দ্বিতীয় নামধাতু—হইবা, হইবার হইবাতে।
তৃতীয় নামধাতু,—হওন, হওনের, হওনেতে।

হইতে আর হইয়া এ দুইয়ের সংযোগ আছি এ ক্রিয়ার সহিত হইলে অন্য চারি প্রকার লকার সিদ্ধ হয়, যেমন হইতেছি ইত্যাদি, হইতেছিলাম ইত্যাদি, হইয়াছি ইত্যাদি, হইয়াছিলাম ইত্যাদি। আছি এই ক্রিয়ার বৃত্তিতে যে বিস্তাররূপে লেখা গিয়াছে তাহার দ্বারা ব্যক্ত হইবেক যে আছি আর হই এ দুই ক্রিয়া সামান্যত এক অর্থ হইয়াও ভূরি স্থানে প্রত্যেকে ভিন্ন২ অর্থে প্রয়োগ হয়, অতএব এ দুইয়ের সংযোগে চারি মিশ্রিত লকারে দোষ নাই।

এই সকল বাক্যে, যেমন আমাকে যাইতে হয়, তোমাকে লইতে হইল, তাঁহাকে দিতে হইবেক, 'আবশ্যক' 'উচিত' ইত্যাদি এক২ গুণাত্মক বিশেষণ ক্রিয়ার পূর্ব্বে উহ্য হয়, যেমন আমাকে যাইতে (আবশ্যক) হয়, তোমাকে লইতে (উচিত) হইল।

বটে এই শব্দ স্বীকারদ্যোতক হইয়াও কখন২ উহ্য হওন ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হয়, কিন্তু কেবল বর্ত্তমান কালেই তাহার প্রয়োগ হইয়া থাকে, যেমন আমি বটি, তুমি বট, তিনি বটেন, অর্থাৎ হাঁ আমি হই, হাঁ তুমি হও, হাঁ তিনি হন।

যাওন ক্রিয়া।

নির্দ্ধারণ প্রকার।

বর্ত্তমান লকার।

আমি আমরা	যাই।	তুমি তোমরা	যাও।	তিনি তাঁহারা	যান।

নির্দ্ধারণ প্রকার অতীত কালে আর সম্ভাব্য ক্রিয়াতে যাই ইহার স্থানে গে আদেশ হয়, আর অতীত ক্ত্বায় গি হইয়া থাকে; কিন্তু অন্য ক্রিয়ার সংযোগ বিনা গি আদেশের নিত্যতা নাই, যেমন গিয়া কিম্বা যাইয়া।

অতীত লকার।

গেলাম। গেলে। গেলেন।

ভবিষ্যৎ লকার।

যাইব। যাইবে। যাইবেন।

সংযোজন প্রকার।

বর্ত্তমান লকার।

যদি যাই। যদি যাও। যদি যান।

অতীত লকার।

যদি যাইতাম। যদি যাইতে। যদি যাইতেন।

নিযোজন প্রকার।

বর্ত্তমান লকার।

তুমি তোমরা যাও। তিনি তাহারা যাউন।

ভবিষ্যৎ লকার।—তুমি তোমরা যাইও।

চতুম্ ও বর্ত্তমান কর্ত্তা।—যাইতে।

অতীত ক্ত্বাচ্ অথবা কর্ত্তা।—গিয়া অথবা যাইয়া।

সম্ভাব্য কর্ত্তা।—গেলে।

প্রথম নামধাতু,—যাওয়া, যাওয়ার, যাওয়াতে।

দ্বিতীয় নামধাতু,—যাইবা, যাইবার, যাইবাতে।

তৃতীয় নামধাতু,—যাওন, যাওনের, যাওনেতে।

চারি মিশ্রিত লকার, যাইতে অথবা গিয়া ইহার সংযোগ আছি ক্রিয়ার সহিত পূর্ব্বের ন্যায় সম্পন্ন হয়, যেমন যাইতেছি, যাইতেছিলাম; গিয়াছি, গিয়াছিলাম, ইত্যাদি।

অভাবার্থ।

গৌড়ীয় ভাষাতে নির্দ্ধারণ প্রকারে ক্রিয়া পদের পরে না * সংযোগদ্বারা অভাবার্থ প্রতীত হয়।

বর্ত্তমান লকার।

আমি আমরা	করি না	তুমি তোমরা	কর না।	তিনি তাহারা	করেন না।

সেইরূপ আমি করিলাম না, আমি করিব না, আমি করিতাম না।

এই বর্ত্তমান লকার অতীত লকারের অর্থেও প্রয়োগ হয়, যেমন আমি করি না, অর্থাৎ এ কালে এবং অতীত কালে আমি করি না; কিন্তু যখন না স্থানে নাই প্রয়োগ হয়, তখন অতীত কালীয় ক্রিয়ার অভাব নিশ্চিত রূপে অভিপ্রেত হইবেক, যেমন আমি করি নাই, অর্থাৎ আমি কদাপি করি নাই, অতএব এই বর্ত্তমানকালীয় অভাবপদ অতীত কালের অর্থে দুই প্রকারে ব্যবহার হইয়া থাকে।

* কখন২ [illegible] পদ্যস্থানে না [illegible] পূর্ব্বে স্থিত হইয়া থাকে।

নিযোজন প্রকারের বর্ত্তমান কালীয় ক্রিয়াতে 'না' প্রয়োগ হইলে ঐ ক্রিয়ার প্রার্থনা অভিপ্রেত হয়, যেমন কর না, অর্থাৎ আমার প্রার্থনা এই যে তুমি এ কর্ম্ম কর; করুন্ না, অর্থাৎ আমার প্রার্থনা এই যে তিনি করেন। কিন্তু নিযোজন প্রকারের ভবিষ্যৎ লকারের ক্রিয়াতে না সংযোগ হইলে বর্ত্তমান কালেরও নিষেধ অভিপ্রেত হইবেক, যেমন করিও না, যাইও না, অর্থাৎ এক্ষণেও না যাও, পরেও না যাও। ক্রিয়ার এই দুই প্রকার ব্যতিরেক সর্ব্বত্র না ইহার সংযোগ পূর্ব্বে হয়, যেমন না করিতে, না করিয়া, না করিলে, না করা, না করিবার।

কেবল সংযোজন প্রকারে প্রথম ক্রিয়ার পূর্ব্বে প্রায় না আসিয়া থাকে, আর পরের ক্রিয়াতে প্রায় পরে আইসে। যদি আমি না যাই তবে তুমি আসিবে না, যদি আমি তোমাকে না দেখিতাম তবে তুমি আসিতে না।

কেবল নাই, আছি না, আছ না, আছেন না, এই তিন বর্ত্তমান কালীয় পদের প্রতিনিধি হয়, যখন অভাব অভিপ্রেত হইবেক, যেমন আমি নাই, তুমি নাই, তিনি নাই। সেই রূপ নহি ও

নই এ দুই ক্রিয়ার অভাবার্থে বর্ত্তমান কালীয় প্রথম পুরুষ স্থানে ব্যবহারে আইসে; নহ আর নও দ্বিতীয় পুরুষ স্থানে; আর নহেন আর নন ইহা তৃতীয় পুরুষ স্থানে ব্যবহার করা যায়; যেমন আমি নহি, আমি নই; তুমি নহ, তুমি নও; তিনি নহেন, তিনি নন, ইত্যাদি।

নির্দ্ধারণ প্রকারের তিন লকারে 'না পারি' ইহা স্থানে 'নারি' ব্যবহারে আইসে; যেমন আমি নারি, আমি নারিলাম, আমি নারিব; কিন্তু ইহা সামান্য আলাপেই কখন ২ ব্যবহার হইয়া থাকে।

কর্ম্মণিবাচ্য।

গৌড়ীয় ভাষাতে অন্য ২ অসাধু ভাষার ন্যায় কর্ম্ম প্রয়োগে পৃথক্ আখ্যাতিক পদ নাই, কিন্তু সকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ম্ম পদ, যেমন মারা ধরা ইত্যাদিকে যাই ক্রিয়ার সহিত সংযোগ করিয়া সেই অর্থকে সিদ্ধ করেন। যে সংজ্ঞা কিম্বা প্রতিসংজ্ঞা যাহা কর্ম্ম রূপে ক্রিয়া পদের সহিত ঐক্য থাকে তাহারই সহিত যাই ক্রিয়ার তাবৎ লকারের প্রত্যেক পদে অন্বয় করা যায়, যেমন,

নির্দ্ধারণ প্রকারে।

আমি ধরা যাই। তুমি ধরা যাও। তিনি ধরা যান্।
আমি ধরা গেলাম। তুমি ধরা গেলে। তিনি ধরা গেলেন।
আমি ধরা যাইব। তুমি ধরা যাইবে। তিনি ধরা যাইবেন।
আমি ধরা যাইতেছি।
আমি ধরা যাইতেছিলাম।
আমি ধরা গিয়াছি।
আমি ধরা গিয়াছিলাম।

সংযোজন প্রকারের অতীত লকারে।

আমি ধরা যাইতাম।

নিযোজন প্রকার।

বর্ত্তমান।—তুমি ধরা যাও। তিনি ধরা যাউন।
ভবিষ্যৎ।—তুমি ধরা যাইও।

চতুম্, ক্ত্বা, ও কর্ত্তা।

বর্ত্তমান,—ধরা যাইতে।
কর্ম্ম পদ,—ধরা গিয়া।
সম্ভাব্য,—ধরা গেলে।

প্রথম নামধাতু,—ধরা যাওয়া, ধরা যাওয়ার, ধরা যাওয়াতে।
দ্বিতীয় নামধাতু,—ধরা যাইবা, ধরা যাইবার, ধরা যাইবাতে।
তৃতীয় নামধাতু,—ধরা যাওন, ধরা যাওনের, ধরা যাওনে।

যদ্যপিও অকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ম্ম পদ নাই, কিন্তু গৌড়ীয় ভাষাতে এই প্রকার রূপ তৃতীয় পুরুষের সহিত অন্বয়ে হইয়া থাকে; যেমন চলা যায়, খাওয়া যায়, বসা যায়, ইত্যাদি। চলা যায় ইহা প্রায় চলা যাইতে পারে ইহার সহিত সমানার্থ হয়; চলা গেল, অর্থাৎ চলন ক্রিয়া সম্পন্ন হইল।

এই রূপ পদ সকর্ম্মক ধাতু হইতেও নিষ্পান্ন হয়, যেমন করা যায়, মারা যায়, ইহাও কেবল তৃতীয় পুরুষের অন্বয়ে হইয়া থাকে, অর্থাৎ কেবল ক্রিয়া নিষ্পন্ন * মাত্র হইল ইহা বুঝায়।

যখন দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়াকে কর্ম্মণিবাচ্যে রূপ করা যায়, যাহার বিবরণ ১৯ পত্রে কহা গিয়াছে, সে কালে যে মুখ্য কর্ম্ম অভিপ্রেত হইবেক তাহাই উক্ত হইবেক; আর দ্বিতীয় কর্ম্ম কর্ম্মপদের ন্যায় থাকিবেক, যেমন রামকে টাকা দেওয়া গেল, এ স্থলে টাকা যে মুখ্য কর্ম্ম তাহাই উক্ত হইল, রামকে যাহা দ্বিতীয় কর্ম্ম হয় সে পূর্ব্ববৎ রহিল যাহা কর্তৃবাচ্যে, আমি রামকে টাকা দিয়াছি, এই প্রকার হয়।

ণিজন্ত।

ণিজন্ত ক্রিয়া সকলের রূপ কর্তৃবাচ্যে যে নিয়মে হয় তাহা ৫৯। ৬০ পত্রে বিবরণ করা গিয়াছে, কিন্তু অর্থবোধের কাঠিন্য পরিহার কারণ কর্ম্মণি-

---

* কর্ম্মবাচ্যে বিশেষতঃ ভবিষ্যৎ লকারে ক্রিয়ার কর্তার উল্লেখ না হইলে উত্তম পুরুষই প্রায় তাহার কর্ত্তা বোধ হয়, যেমন টাকা দেওয়া যাইবেক, অর্থাৎ আমার দ্বারা টাকা দত্ত হইবেক।

বাচ্যে তাহার যোগ প্রায় হয় না, তবে ণিজন্ত ক্রিয়া যেমন দেখান ইহার সহিত যাই, এই তৃতীয় পুরুষে সংযুক্ত হইয়া কেবল তৃতীয় পুরুষের রূপ হয়, যেমন দেখান যাইতেছে, অর্থাৎ দেখান ক্রিয়া হইতেছে।

মরণ ক্রিয়া ব্যতিরেক যাবৎ অকর্ম্মক ধাতু আছে তাহার কর্ত্তা অর্থাৎ সেই ক্রিয়ার অভিহিত পদ ঐ ক্রিয়ার ণিজন্ত অবস্থায় কর্ম্ম হয়, যেমন রাম চলেন, রামকে চালাই, সেই রূপ সকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ত্তা ঐ ক্রিয়া ণিজন্ত হইলে তাহার কর্ম্ম হয়, যদি ঐ ণিজন্ত অবস্থাতে ক্রিয়া তাহাকে ব্যাপে, নতুবা ণিজন্ত ক্রিয়ার করণ হয়, যেমন রাম খান, আমি রামকে খাওয়াই, এ স্থলে খাওয়ান ক্রিয়া রামকে ব্যাপিয়াছে, এ কারণ রাম কর্ম্ম হইল; রাম ঘট গড়েন, আমি রামের দ্বারা ঘট গড়াই, এ স্থলে গড়ান ক্রিয়া রামকে ব্যাপিল না, এ নিমিত্ত রাম করণ হইল।

ক্রিয়ার আদি স্বর ই কিম্বা উ হইলে তাহার ণিজন্ত অবস্থায় ই একারের সহিত উ ওকারের সহিত পরিবর্ত্ত হয়, যেমন লিখি, লেখাই, উঠি, উঠাই কিম্বা ওঠাই, ইত্যাদি।

প্রশ্ন প্রকরণ।

ক্রিয়া ও তৎসহচারি পদের শেষ যে স্বর তাহার দীর্ঘ উচ্চারণদ্বারা প্রশ্নের প্রতীতি হয়, ক্রিয়ায় আকারের প্রভেদ কিম্বা অন্য কোন অব্যয় কিম্বা কোন শব্দ সংযোগের প্রয়োজন রাখে না, যেমন তুমি যাইতেছ? তুমি গিয়ছিলে? তুমি যাবে না? আর কখন প্রশ্নদ্যোতক শব্দ যে 'কি' তাহা ক্রিয়ার পূর্ব্বে কিম্বা পরে নিঃক্ষেপদ্বারা প্রশ্নের প্রতীতি হয়, যেমন তুমি কি যাবে? তুমি যাবে কি? তুমি কি না যাবে? তুমি কি যাবে না? আর কি স্থানে কখন 'না কি' প্রয়োগ করা যায়, যখন প্রশ্নকর্ত্তা ক্রিয়া বিষয়ের কোন উল্লেখ জানিয়া থাকে, যেমন তুমি না কি যাবে? অর্থাৎ তোমার যাইবার কথা পূর্ব্বে শুনিয়াছি তদর্থে প্রশ্ন করিতেছি।

কখন ক্রিয়া দ্বিরুক্তি হয় তাহার এক ভাবার্থে দ্বিতীয় অভাবার্থে হইয়া থাকে, আর প্রশ্নের দ্যোতক কি শব্দকে তাহাদের মধ্যে রাখা যায়, যেমন তুমি যাবে কি না যাবে? অর্থাৎ তুমি যাবে কি না?

নিয়মের ব্যভিচার।

থাকন ক্রিয়ার ভবিষ্যৎ লকার যদি অন্য কোন ক্রিয়ার অতীত কর্ত্তার সহিত সংযুক্ত হয়, তবে অতীত কালের ক্রিয়োৎপত্তিকে সন্দিগ্ধরূপে কহে, যেমন আমি তাহাকে মারিয়া থাকিব অর্থাৎ আমার অনুমান হইতেছে যে আমি তাহাকে মারিয়াছি।

আইসন ক্রিয়ার ইকার চ্যুত হয়, যেমন আমি আসিলাম, আমি আসিব; কিন্তু নির্দ্ধারণ প্রকারের বর্ত্তমান লকারে এবং নিযোজন প্রকারের বর্ত্তমান দ্বিতীয় পুরুষে ইকারের চ্যুতি হয় না, যেমন আমি আইসি, তুমি আইস, তিনি আইসেন। সেই রূপ আইসন ক্রিয়ার 'স' কথোপকথনে অতীত লকারে এবং সম্ভাব্য কর্ত্তায় ভূরি স্থলে লোপ হয়, যেমন আমি আইলাম, তুমি আইলে।

দেওন ক্রিয়া যদ্যপিও দ্বিতীয় প্রকারীয় হয় তথাপি ইহার স্থানে দন্ আদেশ হইয়া রূপ হয়, যেমন আমি দি, আমি দিলাম; কিন্তু নির্দ্ধারণ প্রকারে বর্ত্তমান লকারে দ্বিতীয় তৃতীয় পুরুষে এবং নিযোজন প্রকারে ও কৃদন্ত কর্ম্মপদে পূর্ব্বের নিয়মানুসারে রূপ হইয়া থাকে, যেমন দেও, দেন ও দেয়, দেও, দেউন ও দেউক, দেওয়া।

সেই রূপ নেওন, অর্থাৎ গ্রহণ কিম্বা ধরণ, যাহা সংস্কৃত নী ধাতুহইতে নিঃসৃত হইয়াছে, তাহারও রূপ দেওন ক্রিয়ার ন্যায় জানিবে, অর্থাৎ পূর্ব্বের লিখিত স্থান সকলে নন্ আদেশ হয়, যেমন আমি নি, নিলাম, নিব, এবং নেও, নেউন, ইত্যাদি।

লওন, গ্রহণ কিম্বা অঙ্গীকার করণ, যাহা সংস্কৃত লা ধাতুহইতে নিঃসৃত হয়, সে দ্বিতীয় প্রকারীয় ধাতু হয়, একারণ তদনুসারে রূপ হইয়া থাকে, যেমন লই, লও, লন। কিন্তু যাহারা সংস্কৃত না জানেন তাহারা এই দুইয়ের অর্থাৎ নেওন ও লওন ইহার অর্থের ও উচ্চারণের ও লিপির সাদৃশ্য হেতুক একের স্থানে অন্যকে ব্যবহার করেন।

কোন২ ক্রিয়ার প্রথম স্বর উকার, নির্দ্ধারণ প্রকারে বর্ত্তমান লকারের তৃতীয় পুরুষে এবং কৃদন্ত কর্ম্মপদে, ওকারের সহিত পরিবর্ত্ত হয, যেমন সে ধোয়, ধোয়া।

পেওন দ্বিতীয় প্রকারীয় ধাতু হয়, পরের লিখিত পদের রূপ হইয়া থাকে, যেমন পেও, পিতেছে, পিতেছিল, পিয়াছে, পিয়াছিল, পিবেক, পিয়া, পিলে, পিবার। এই সকল স্থলে দেওন ক্রিয়ার ন্যায় ইহার রূপ হইয়া থাকে।

ক্রিয়াপেক্ষ ক্রিয়াত্মক বিশেষণ।

কালের সহিত অভিহিত পদার্থের অবস্থা বিশেষ, যে সাপেক্ষ ক্রিয়ান্তরের দ্বারা ব্যক্ত হয়, তাহাকে ক্রিয়াপেক্ষ ক্রিয়াত্মক বিশেষণ কহি, যেমন তিনি পুস্তক পাঠ করিয়া বাহিরে গেলেন, অর্থাৎ 'তিনি' এই অভিহিত পদার্থের বহির্গমন পূর্ব্বকালীন যে পুস্তক পাঠাবস্থা, তাহা 'পুস্তক পাঠ করিয়া' ইহার দ্বারা ব্যক্ত হইল।

গৌড়ীয় ভাষাতে সকর্ম্মক ক্রিয়ার সহিত 'আ' কিম্বা 'ওয়া' প্রত্যয়ের যোগ হইলে এই ক্রিয়ার ব্যাপ্য যে ব্যক্তি কিম্বা বস্তু, অর্থাৎ সেই ক্রিয়ার কর্ম্ম প্রতীতি হয়, আর সেই ক্রিয়ার কাল অন্য ক্রিয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী ইহা অভিপ্রেত হইয়া থাকে, যেমন মারা পড়িল, এ স্থলে মারা এই পদ কর্ম্ম কৃদন্ত হয়।

কখন কর্ম্ম কৃদন্ত গুণাত্মক বিশেষণের ন্যায় পূর্ব্বে আইসে, যেমন চোরা দ্রব্য আনিয়াছে, এ উত্তম লেখা পুস্তক হয়। কখন যাওন ক্রিয়ার পূর্ব্বে আসিয়া উভয় মিশ্রিত হইয়া কর্ম্মণিবাচ্য হয়, যেমন নদী দেখা যাইতেছে। ইহার বিশেষ বিবরণ ৭৮ পত্রে কর্ম্মণিবাচ্য প্রকরণে দেখিবে।

আর সকর্ম্মক অকর্ম্মক ক্রিয়া সকলের অবিকল এই রূপ নামধাতু আছে, যাহা ৫২। ৭৯ পৃষ্ঠে লেখা গিয়াছে।

সংস্কৃত কর্ম্ম কৃদন্ত সকল যাহার শেষে তকার কিম্বা তব্য থাকে, গৌড়ীয় ভাষাতে গুণাত্মক বিশেষণের ন্যায় ব্যবহারে আইসে, যেমন হত বুদ্ধি, কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সেই রূপ যাহার শেষে 'অনীয়' কিম্বা 'য়' থাকে, যেমন দানীয়, দেয়, ইত্যাদি, সংস্কৃতের কর্ম্ম কৃদন্ত ভাষাতে কখন২ ব্যবহারে আইসে।

যে সকল ক্রিয়াপেক্ষ ক্রিয়াত্মক বিশেষণ যাহার শেষ 'আ' কিম্বা 'ওয়া' না থাকে সে ক্রিয়াকর্ত্তাকে কহে, যাহা গৌড়ীয় ভাষাতে চারি প্রকার হয়, যেমন মারিতে, করত, মারিয়া, দেখিলে। এই চারি প্রকার কর্তৃকৃদন্তের মধ্যে প্রথম কৃদন্ত 'ইতে' পর্য্যবসান হয়, ইহাকে বর্ত্তমান কৃদন্ত কহি, যেহেতু ইহার ক্রিয়ার কাল আর এ যে ক্রিয়ার অপেক্ষ হয়, তাহার কালের সহিত সমান কাল হয়, যেমন রাম তাহাকে ভূমির উপর পড়িতে দেখিলেন, অর্থাৎ দেখন ক্রিয়ার ও পড়ন ক্রিয়ার কাল একই হয়। এই প্রকার বর্ত্তমান

কৃদন্তের যখন পুনরুক্তি হয়, তখন ক্রিয়ার পৌনঃপুন্য কিম্বা আতিশয্যকে প্রতীতি করে, যেমন সে আপন শত্রুকে মারিতে২ নগরে প্রবেশ করিল, সে চলিতে২ মৃত প্রায় হইল। কিন্তু লিপিতে ইহার প্রয়োগকে সাধু প্রয়োগ জানেন না।

করণ যে নামধাতু তাহার অন্ভাগ স্থানে 'অত' আদেশ হইলে করিতে এই কৃদন্তের পুনরুক্তির সমানার্থ হয়, যেমন তিনি শত্রুকে প্রহার করত বাহিরে গেলেন, অর্থাৎ তিনি শত্রুকে প্রহার করিতে২ বাহিরে গেলেন। এ দ্বিতীয় প্রকার কৃদন্ত কর্ত্তা হয়, আর পরের যে ক্রিয়ার সহিত ইহার অন্বয় হয় তাহার কর্ত্তাই ইহার কর্ত্তা হইয়া থাকে, অর্থাৎ পূর্ব্ব উদাহরণে গেলেন ক্রিয়ার যে কর্ত্তা সেই প্রহার করত ইহারও কর্ত্তা হয়, আর অনিয়ম সংযোগের ন্যায় ইহার পূর্ব্বে সর্ব্বদা বিভক্তি রহিত কোন শব্দ থাকে যাহা ঐ উদাহরণে প্রহার পদ বিভক্তি রহিত রহিয়াছে; কিন্তু যে বর্ত্তমান কৃদন্ত কর্ত্তার 'ইতে' পর্য্যবসান হয় তাহার পরের ক্রিয়ার সহিত এক কর্ত্তৃত্বের সর্ব্বদা নিয়ম নাই, যেমন তিনি তথায় না যাইতে আমি যাইব।

তৃতীয় প্রকার কৃদন্ত কর্ত্তা 'ইয়া' দ্বারা সমাপ্ত হয়, ইহাকে অতীত কৃদন্তকারক কহি, যেহেতু পরের ক্রিয়া যাহার সহিত ইহার অন্বয় হয় তাহার কালের পূর্ব্বে ইহার কাল অভিপ্রেত হয়, আর এই কৃদন্ত পদ ও ইহার অন্বিত ক্রিয়া এ দুইয়ের কর্ত্তা এক হইয়া থাকে, যেমন তিনি পুনঃ২ যুদ্ধ করিয়া নানা দুঃখ পাইয়া শত্রুকে জয় করিলেন; এ স্থলে জয় করিবার কর্ত্তা ও যুদ্ধ করিবার ও দুঃখ পাইবার কর্ত্তা এক হয়, এবং জয় করিবার যে কাল তাহার পূর্ব্বকাল যুদ্ধ করিবার ও দুঃখ পাইবার হয়।

চতুর্থ প্রকার কৃদন্ত কর্ত্তার 'ইলে' তে সমাপন হয়, যেমন করিলে, দেখিলে, ইত্যাদি, ইহাকে সম্ভাব্য ক্রিয়া কহি, যেহেতু এ এক প্রকার সংযোজন প্রকারের প্রতিনিধি হয় ও সম্পূর্ণ অর্থবোধের নিমিত্ত ক্রিয়ান্তরকে অপেক্ষা করে, যেমন তিনি আমাকে মারিলে আমি মারিব, অর্থাৎ যদি তিনি আমাকে মারেন তবে আমি তাঁহাকে মারিব; তিনি মারিলে আমি তাঁহাকে মারিতাম, অর্থাৎ তিনি যদি মারিতেন তবে আমি তাঁহাকে মারিতাম।

---

*সম্ভাব্য ক্রিয়াতে বাক্যের সম্পূর্ণতা নিমিত্ত সংযোজনপ্রকারের ন্যায় সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ যে 'তবে' ইহার যোগ দ্বিতীয় পদের

এই পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার কৃদন্ত কর্ত্তা অব্যয় হয়, আর ইহার পূর্ব্বস্থিত নাম অভিহিত পদ হয়, তাহা কখন তৎসহিত থাকে, কখন বা অধ্যাহৃত হয়, কেবল ইতে ইহাতে যাহার পর্য্যবসান হয় তাহার কর্ম্মপদ কখন বা পূর্ব্বে স্থিতি করে, যাহা ৮৬ পত্রে বিবরণ করা গিয়াছে।

বর্ত্তমান কৃদন্ত কর্ত্তা যাহার পর্য্যবসান ইতে ইহাতে হয়, এবং অতীত কৃদন্ত কর্ত্তা যাহার পর্য্যবসান ইয়া ইহাতে হয়, এবং সম্ভাব্য কৃদন্ত কর্ত্তা যাহার পর্য্যবসান ইলে ইহাতে হয়, এ তিন অকর্ম্মক ক্রিয়াহইতেও নিঃসৃত হয়, যেমন শুইতে, শুইয়া, শুইলে, সুতরাং পূর্ব্বমত ইহারা অব্যয় হয়।

পূর্ব্বে অর্থাৎ ৫২ পত্রে যে উদাহরণ দেওয়া গিয়াছে তদ্দ্বারা বিদিত হইবেক যে যাবৎ কৃদন্ত পদ ক্রিয়াহইতে রচিত হয়, অতএব অকর্ম্মক

সহিত হয়, যেমন তিনি গেলে তবে আমি যাইব। আর যখন পর ও পরে ইহার যোগ এ ক্রিয়ার সহিত হয়, তখন এ ক্রিয়া নামের স্থানীয় হইয়া কেবল ক্রিয়া মাত্র বুঝায়, যেমন তুমি গেলে পর যাইব, অর্থাৎ তোমার গমনের পর। আর যখন এই ক্রিয়ার পূর্ব্বে কোন নাম উক্ত অথবা স্থিত না হয়, তখন কেবল ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত মাত্র বোধ করায়, আর তৎকালে পরক্রিয়ারও এ ক্রিয়া আমূল অর্থাৎ উভয় ক্রিয়ার মূল একই হইবেক, যেমন দিলে দেওয়া যাইতে পারে।

ক্রিয়াহইতে যাহা নিঃসৃত হয় তাহাকে অকর্ম্মক কৃদন্ত কহি; আর সকর্ম্মক ক্রিয়াহইতে যাহা উৎপন্ন হয় তাহাকে সকর্ম্ম কৃদন্ত কহি, যেমন তিনি শুইলে আমি শুইব; এ সংবাদ জানিয়া স্তব্ধ হইলাম।

সংস্কৃত কৃদন্ত কর্ত্তা যাহা 'তা' কিম্বা 'অক' ইহাতে পর্য্যবসান হয়, যেমন দাতা, সেবক, ইত্যাদি, তাহা গৌড়ীয় ভাষাতে বাহুল্যরূপে ব্যবহারে আসিয়া থাকে।

সপ্তম অধ্যায়।

বিশেষণীয় বিশেষণ।

বাক্যের অন্তর্গত কোন২ বিশেষণের অবস্থা বিশেষ যাহার দ্বারা ব্যক্ত হয়, তাহাকে বিশেষণীয় বিশেষণ কহি, সেই বিশেষণ গুণাত্মক কিম্বা ক্রিয়াত্মক অথবা কৃদন্ত কখন বা বিশেষণীয় বিশেষণ হইয়া থাকে, যেমন তিনি অত্যন্ত মৃদু হন, তিনি শীঘ্র যাইতেছেন, তিনি তথায় ঝটিতি যাইয়া পুনরায় আইলেন, তিনি অত্যন্ত শীঘ্র গেলেন।

বিশেষণীয় বিশেষণ সকল প্রায়ই অব্যয় হয়, কিন্তু কোন বিশেষ অর্থ জ্ঞাপনের নিমিত্ত ব্যব-

হারে আইলে উহার পরে 'ই' কিম্বা 'ও' ইহার সংযোগ হইয়া থাকে, যেমন এখন, এখনই, অর্থাৎ এইক্ষণমাত্রে; এখনও আইলেন না, অর্থাৎ পূর্ব্বে আসা দূরে থাকুক এ পর্য্যন্ত আইলেন না; এমন এই প্রকার, এমনই কেবল এই প্রকার; এমনও কর, অর্থাৎ ইহাহইতে উত্তম না করিতে পার এরূপ কর; সে আজিই যাইবেক, অর্থাৎ সে কল্য পর্য্যন্ত কদাপি বিলম্ব করিবেক না।

গৌড়ীয় ভাষাতে কথক শব্দ এরূপ হয় যে কখন বিশেষণীয় বিশেষণ রূপে প্রয়োগে আইসে, কখন বা গুণাত্মক বিশেষণ কখন বা বিশেষ্যের ন্যায় ব্যবহার করা যায়, যেমন তোমার যাইবার পূর্ব্ব তিনি আসিয়াছেন, এ বাক্যে পূর্ব্ব শব্দ বিশেষণীয় বিশেষণ হইবেক; কিন্তু পূর্ব্বের মনুষ্য, এ স্থলে বিশেষ্যে প্রয়োগ এবং রূপ হইল; পূর্ব্ব বৃত্তান্ত শুনিয়াছি, এরূপ বাক্য পূর্ব্ব শব্দ কেবল বিশেষণ হইয়াছে।

অনেক শব্দ যাহার বিশেষণীয় বিশেষণ রূপে প্রয়োগ হয়, বিশেষতঃ যাহা স্থান কিম্বা সময়কে কহে, সে সকল শব্দ অধিকরণ চিহ্ন যে এ, এতে, য়, তাহা গ্রহণ করিয়া থাকে, যেমন পর, পরে,

নিকট, নিকটে, ইত্যাদি। পরের গণিত শব্দ সকল যাহা প্রায় ভূরি প্রয়োগে আইসে, তাহা সকল বিশেষণীয় বিশেষণ হয়, তাহার উদাহরণও এই স্থলে ভূরি দেওয়া যাইতেছে।

একবার, যেমন একবার দেও, অর্থাৎ দান ক্রিয়ার একাবৃত্তি বুঝায়, এইরূপ দুইবার, তিনবার, ইত্যাদি।

একবারে, যেমন সকল একবারে দেও, অর্থাৎ দেয় বস্তুর সাকল্যকে এবং সকৃদাবৃত্তিকে বুঝায়, এইরূপ দুইবারে, তিনবারে, ইত্যাদি।

বার২, পুনঃ২, আরবার, পুনর্ব্বার, পুনরায়, এই সকল শব্দ প্রায় একার্থ হয়।

প্রথমে, যেমন তাহাকে প্রথমে দেয়।

শেষে, সর্ব্বশেষে, যেমন এসন্তান সর্ব্বশেষে জন্মিয়াছে।

মধ্যে, মাঝে, দুই একার্থ।

ক্রমে, ক্রমে২,* অল্পে২, যেমন তিনি ক্রমে২ শত্রুর রাজ্য জয় করিলেন।

ধীরে অথবা ধীরে২, প্রায় দুই একার্থ।

মন্দ২,† যেমন বায়ু মন্দ২ বহিতেছে।

শীঘ্র, ত্বরায়, বেগে, প্রায় একার্থ শব্দ হয়।

অতি, অতিশয়, অত্যন্ত, অতিবাদ, এ সকল শব্দ গুণের কিম্বা ক্রিয়ার অবস্থার বাহুল্যকে কহে; ইহারা অন্য

* যখন এক শব্দের পুনরুক্তি আবশ্যক হয়, তখন '২ দুইয়ের অঙ্ক তৎকর্ম্ম সাধন জন্যে প্রায় ব্যবহার হইয়া থাকে।

† এ শব্দের ভূরি প্রয়োগ বায়ুর মৃদুগতিতে হয়।

বিশেষণীয় বিশেষণ শব্দের আধিক্য বোধের নিমিত্ত তাহার অগ্রে আসিয়া থাকে, যেমন অতি শীঘ্র যাইতেছেন, অতি ধীরে রথ চলিতেছে, অতি প্রাতে, অত্যন্ত রৌদ্র, অতিশয় ক্রোধ; এমত স্থলে অতি প্রভৃতি বিশেষণীয় বিশেষণ সকল গুণাত্মক বিশেষণ শব্দের ন্যায় প্রযুক্ত হয়।

এথা আর এথায়, সেথায়, যথায়, তথায়, যেমন তুমি যথায় থাকিবে, তথায় আমি থাকিব। কখন তথায় ইহা উহ্য হয়, যেমন যথায় তুমি যাইবে আমি যাইব, অর্থাৎ তথায় আমি যাইব।

যথা তথা, অথবা যেথা সেথা, কখন অগৌরব স্থানকেও বুঝায়, যেমন ইহা বিশিষ্ট লোকের কর্ত্তব্য নহে, যে যথা তথা গমন করেন।

কোথা, কোথায়, ইহার প্রয়োগ প্রশ্নে হয়, যেমন কোথায় গিয়াছিলে?

এখানে,* এথায়, দুই সমানার্থ; সেই রূপ যেখানে যথায়, ও সেখানে তথায়, ইহাও সমানার্থ হয়।

ওখানে অনতিদূর স্থানেতে বুঝায়।

দূরে, নিকট, নিকটে, সম্মুখে, আগে, সাক্ষাতে, পশ্চাৎ, পশ্চাতে, পাছে, পার্শ্বে, পাশে, অনুসারে, ইত্যাদি শব্দ সকল কোন এক পূর্ব্বের ষষ্ঠ্যন্ত নামের অপেক্ষা করে, যেমন রামের নিকট যাও, তাহার পশ্চাতে চলিল, ইত্যাদি।

---

* এ আর স্থানে, এ দুই শব্দে মিলিত হইয়া স্থানের পরিবর্ত্তে অধিকরণ কারকে থানে ও থায় আদেশ হয়, এই রূপ যেখানে, সেখানে, ওখানে, ইত্যাদি স্থলেও জানিবে।

এবে, এখন,* আজি, পূর্ব্ব, পূর্ব্বে, পর, পরে, কালি, কল্য, পরশ্ব, প্রভাতে, প্রত্যূষে, সকালে, ভোরে, প্রাতে, বৈকালে, রাত্রে, রাত্রিতে, রাত্রিকালে, দিবাতে, দিবাভাগে, দিবসে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে, সায়ংকালে, বেলায় প্রতিদিন, প্রতিসপ্তাহ, প্রতিমাস, প্রতিবর্ষ, সদা, সর্ব্বদা, সর্ব্বক্ষণ, ইত্যাদি শব্দ সকল কালবাচক বিশেষণীয় বিশেষণ হয়।

কদাচ, অর্থাৎ কোন এক সময়, ইহার প্রয়োগ প্রায় অভাবের সহিত হয়, যেমন কদাচ দিব না, ইত্যাদি; আর কদাচিৎ, অর্থাৎ কোন এক অল্প সময়, যেমন কদাচিৎ এরূপ হয়, ইত্যাদি।

যাবৎ যে পর্য্যন্ত, তাবৎ সে পর্য্যন্ত, কোন বিশেষ্য শব্দের পূর্ব্বে যাবৎ কিম্বা তাবৎ শব্দ থাকিলে সমুদায় বাচক হয়, সুতরাং গুণাত্মক বিশেষণ শব্দের ন্যায় ব্যবহৃত হয়, যেমন যাবৎ বস্তু এ সংসারে দেখি সকল নশ্বর, তাবৎ মনুষ্য দুঃখভাগী হন। কিন্তু যখন যাবৎ অথবা তাবৎ শব্দ পৃথক থাকে তখন বিশেষণীয় বিশেষণ হয়, যেমন যাবৎ তুমি থাক তাবৎ আমি থাকিব। এই দ্বিতীয় প্রকার প্রয়োগে কখনং তাবৎ শব্দ উহ্য হয়, যেমন যাবৎ তুমি থাকিবে আমি থাকিব। সেই রূপ যখন এ শব্দের নিয়ত তখন শব্দ হয়, যেমন যখন তুমি যাইবে তখন আমি যাইব, তখন শব্দ ও কখন পূর্ব্ববৎ উহ্য হইয়া থাকে।

---

*এ আর ক্ষণ, এ দুই শব্দে মিলিত হইয়া ক্ষণের স্থানে অধিকরণ কারকে খন আদেশ হয়, এই রূপ কখন শব্দ প্রশ্নার্থ ক আর কালার্থ ক্ষণ, ও যখন, যে স্থানে য, ক্ষণের স্থানে খন, আর তখন, তৎ স্থানে ত, ক্ষণ স্থানে খন অধিকরণ কারকে আদেশ হয়।

কবে অর্থাৎ কোন দিবস, কখন অর্থাৎ কোন সময়, সর্ব্বদা প্রশ্নে ব্যবহৃত হয়।

তবে শব্দ সংযোজন প্রকারে পরের ক্রিয়ার সহিত প্রায় আসিয়া থাকে, ইহার বিবরণ ৬১ পত্রে আছে।

যত, ইহার নিয়ত তত শব্দ হয়।

এত, কত, কেন, প্রায়, যেমন, কেমন, ইত্যাদি শব্দও এই প্রকরণে গণা যায়।

যেমন, ইহার নিয়ত তেমন শব্দ হয়।

এমন অর্থাৎ এ প্রকার, কেমন অর্থাৎ কি প্রকার, যথা কেমন আছেন? তিনি কেমন মনুষ্য হন?

কেমন অর্থাৎ কি প্রকার; যেমন, কেমনে তাঁহাকে পাইব?

কিছু, অধিক, যথেষ্ট, না, নাই, নহে, হঠাৎ, দৈবাৎ, অকস্মাৎ, বুঝি, ভাল, যথার্থ, হাঁ, বটে, পরস্পর, পরম্পরায়, অধিকন্তু, পূর্ব্বাপর, এ সকল শব্দও এ প্রকরণে গণনা করা যায়।

গুণবাচক শব্দের পরে 'পূর্ব্বক' ইহার প্রয়োগ-দ্বারা বিশেষণীয় বিশেষণের তাৎপর্য্য অনেক স্থানে ব্যক্ত করা যায়, যেমন তিনি ধৈর্য্য পূর্ব্বক যুদ্ধ করিলেন, বিচক্ষণতা পূর্ব্বক আপন পরিবারের প্রতিপালন করিতেছেন।

যে২ শব্দ 'খান' ইহাতে পর্য্যবসান হয়, যেমন সেখানে, আর তথ, যথা, ইত্যাদি, ও যে২ শব্দের

'খন' ইহাতে পর্য্যবসান হয়, যেমন এখন, তখন, ইত্যাদি, এবং পূর্ব্ব, কল্য, কালি, পরশ্ব, আজি, আপন, এ সকলের পরে সম্বন্ধবোধের নিমিত্ত কার প্রত্যয় হইয়া থাকে, যেমন সেখানকার সমাচার, তথাকার বৃত্তান্ত, এখানকার মনুষ্য।

অষ্টম অধ্যায়।

সম্বন্ধীয় বিশেষণ।

যে শব্দ অন্য শব্দের পূর্ব্বে বা পরে উচিত মতে স্থিত হইলে তাহার সহিত অন্য নাম কিম্বা ক্রিয়ার সম্বন্ধকে বোধ করায় তাহাকে সম্বন্ধীয় বিশেষণ কহি, যেমন সে নগরহইতে গেল; এ স্থলে নগরের সহিত গমনের সম্বন্ধ বুঝাইল, অর্থাৎ গমনের আরম্ভ নগর অবধি হয়। রামহইতে রাজা পত্র পাইলেন; এ স্থলে 'হইতে' এই সম্বন্ধীয় বিশেষণ পত্রের সহিত রামের সম্বন্ধ বুঝাইলেক, অর্থাৎ রামের লিখিত অথবা প্রস্থাপিত পত্র ছিল। রামের প্রতি তিনি ক্রুদ্ধ আছেন; এ স্থলে প্রতি এই সম্বন্ধীয় বিশেষণ রামের সহিত ক্রোধের সম্বন্ধ দেখাইলেক, অর্থাৎ রামের উদ্দেশে ক্রোধ হইয়াছে।

সহিত, এই শব্দ একের সঙ্গে অপরের একত্র হওনকে বুঝায়, আর পূর্ব্বের সংজ্ঞাকে কিম্বা প্রতি-সংজ্ঞাকে ষষ্ঠ্যন্ত করায়,* যেমন দুগ্ধের সহিত জল মিশ্রিত করিয়াছে, আমার সহিত আইস।

বিনা, সহিতের বিপরীতার্থকে কহে, অর্থাৎ দুই বস্তুর একত্র হওনের অভাবকে বুঝায়, আর ইহার পূর্ব্বের শব্দ অভিহিত পদ হয়, যেমন ধর্ম্ম বিনা জীবন বৃথা হয়, তিনি বিনা কে রক্ষা করিতে পারে?

হইতে, পার্থক্যার্থে প্রয়োগ হয়; যদিও সে পার্থক্য কখন লক্ষণা হয়। ইহার পূর্ব্বে যে শব্দ তাহাহইতে পার্থক্য বুঝায়, এবং সে শব্দ অভিহিত পদের ন্যায় হয়, যেমন বৃক্ষহইতে পত্র পড়িতেছে, তোমাহইতে কেহ কষ্ট পায় না। কখন কর্তৃত্ব সম্বন্ধকে বুঝায়, যেমন কুম্ভকারহইতে ঘট জন্মে; কখন অপেক্ষাকৃত ন্যূন অর্থ বুঝায়, যেমন রামহইতে শ্যাম পটুতর হন।

দ্বারা শব্দ করণের অর্থবোধক হয়, আর ইহার পূর্ব্বের শব্দ করণ এবং প্রায় ষষ্ঠ্যন্ত হয়, যেমন

---

*সংস্কৃত রীতি মতে সমস্ত পদের পূর্ব্বাঙ্গ সংজ্ঞার কিম্বা প্রতি-সংজ্ঞার সম্বন্ধীয় কারক চিহ্নের লোপ কখনং হয়, যেমন আপনার পুত্রের সহিত অথবা আপন পুত্র সহিত।

হস্তের দ্বারা তিনি মারিলেন। দিয়া এ শব্দও দ্বারার সমানার্থ হয়, কিন্তু ইহার পূর্ব্বের নাম অভিহিত পদের ন্যায় হয়, যেমন ছুরি দিয়া লেখনী প্রস্তুত করিলেন।

প্রতি শব্দ নৈকট্য সম্বন্ধকে কহে, যদিও ভূরি স্থলে সেই নৈকট্যকে লক্ষণা করিতে হয়, এবং যাহার নৈকট্য অভিপ্রেত হয়, তাহার প্রয়োগ ষষ্ঠ্যন্ত হইয়া থাকে, যেমন তিনি রামের প্রতি দয়া করেন।

পানে, এ শব্দ প্রতি শব্দের ন্যায় হয়, কিন্তু নৈকট্য সম্বন্ধ প্রায় বাস্তব হইয়া থাকে, যেমন রামের পানে দৃষ্টি করিলেন, গাছের পানে তীর গেল।

উপর ঊর্দ্ধ্বভাগকে কহে, কখন তাহার লাক্ষণিক প্রয়োগ হয়, এবং যাহার ঊর্দ্ধ্বভাগ বিবক্ষিত হয় সে ষষ্ঠ্যন্ত হইয়া থাকে, যেমন পর্ব্বতের উপর গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন, তোমার উপর এক শত টাকা আমার হইয়াছে।

হইতে এবং কর্ত্তৃক, এই দুই শব্দের যোগ আমি স্থানে আমা, তুমি স্থানে তোমা, সে স্থানে তাহা, এ স্থানে ইহা, ও স্থানে উহা, যে স্থানে যাহা, কে স্থানে কাহা, ইহা আদেশ হইয়া থাকে; যেমন আমাহইতে, তোমাহইতে, আমাকর্ত্তৃক, তোমা-

কর্ত্তৃক, ইত্যাদি। কিন্তু প্রতি এই সম্বন্ধীয় বিশেষণের পূর্ব্বে ঐ সকল আদেশ বিকল্পে হয়, যেমন আমা প্রতি, তোমা প্রতি, আমার প্রতি, তোমার প্রতি, ইত্যাদি।

পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধীয় বিশেষণ সকল অব্যয় হয়, কিন্তু নীচে, মধ্যে, জন্যে, উপরে, ভিতরে, উচ্চে, ইত্যাদি কথক শব্দ যদিও অধিকরণ পদের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে, তথাপি ইংরেজী বৈয়াকরণদের মতে এ সকলও সম্বন্ধীয় বিশেষণের মধ্যে গণিত হয়, যেমন পৃথিবীর নীচে জল সর্ব্বদা পাওয়া যায়; তিনি সকলের উচ্চে স্থিতি করেন; তোমাদের মধ্যে নীতি ভাল; সংসারের মধ্যে অনেক প্রকার বস্তু দেখা যায়; তোমার জন্যে আমি তাহার অপরাধ ক্ষমা করিলাম; বৃক্ষের উপরে, ঘরের ভিতরে। কিন্তু এ সকল শব্দও অভিহিত পদের ন্যায় ব্যবহারে আইসে, তৎকালে গুণাত্মক বিশেষণ শব্দের ন্যায় বিশেষ্য শব্দের সহিত প্রয়োগ হয়, যথা নীচ ভূমি, উচ্চ স্থান, ইত্যাদি। ইহার বিশেষ ৪৭ পত্রে দেখিবে।

সঙ্গে, সাতে, ইহাদের সাহিত্য অর্থে প্রয়োগ হয়; আর ব্যতিরেক, ব্যতিরেকে, ইহার বিনা এই

অর্থে প্রয়োগ হয়, যেমন তোমার সঙ্গে বা তোমার সাতে যাইব, ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে বা ব্রাহ্মণ ব্যতিরেক বেদের অর্থ কেহ জানে না, ইত্যাদি।

নিমিত্ত এবং কারণ বস্তুত বিশেষ্য শব্দ হয়, যার ক্রিয়ার নিমিত্ত ও তাদর্থ্যকে কহে, কিন্তু এ দুইয়ের সম্বন্ধীয় বিশেষণের ন্যায় কখনং প্রয়োগ হইয়া থাকে, তখন নিমিত্ত শব্দ অভিহিত অথবা অধিকরণ পদের ন্যায় আর কারণ শব্দ কেবল অভিহিত পদের ন্যায় প্রয়োগ হইয়া থাকে, যেমন তোমার নিমিত্তে বা তোমার নিমিত্ত আমি শ্রম করিতেছি; মনুষ্যের কারণ মনুষ্য প্রাণ দেয়।

অনেক সংস্কৃত শব্দ যাহা গৌড়ীয় ভাষায় ব্যবহৃত হয়, তাহার ভুরি শব্দ সংস্কৃত সম্বন্ধীয় বিশেষণ অর্থাৎ উপসর্গ তাহার যোগে নিষ্পন্ন হয়, সে উপসর্গের পৃথক্ প্রয়োগ হয় না, এবং তাহার সংখ্যাতে বিংশতিও অব্যয় হয়, ঐ সকলের প্রায় যে শব্দের সহিত সংযোগ হয়, তাহার অর্থের অন্যথা কিম্বা ন্যূনাধিক্য করিয়া থাকে, যেমন দান, এই শব্দ আ এই উপসর্গের সংযোগদ্বারা আদান হয়, ও পূর্ব্বের অর্থকে বিপরীত করে, অর্থাৎ দেওনকে না বুঝাইয়া গ্রহণকে বুঝায়। জয় পরা উপসর্গের

সংযোগদ্বারা পরাজয় হয়, এ স্থলে পূর্ব্বার্থের বিপরীতার্থ বোধ করায়, অর্থাৎ অন্যকে আক্রমণ করা না বুঝাইয়া অন্যের দ্বারা আক্রান্ত হওয়া বুঝাইবেক। নাশ, ইহার বি উপসর্গ যোগদ্বারা বিনাশ শব্দ নিষ্পন্ন হয়, এবং অর্থের আধিক বুঝায়, অর্থাৎ বিশেষ নাশকে বোধ করায়। কোন২ স্থলে উপসর্গ যোগ হইলেও পূর্ব্বার্থেরই প্রতীতি হয়, যেমন সূতি প্রসূতি।

এই সকল উপসর্গের জ্ঞানাধীন কোন২ শব্দ উপসর্গ যোগে নিষ্পন্ন হয়, ইহার জ্ঞান অনায়াসে হইতে পারে, এ নিমিত্ত তাহার গণনা করা যাইতেছে।

১	অতি,	যেমন অতিক্রম	১১	দুর,	যেমন দুর্গম, দুরন্ত
২	অধি,	অধিপতি	১২	নি,	নিয়ম
৩	অনু,	অনুমতি	১৩	নির,	নিরর্থক
৪	অপ,	অপকর্ম্ম	১৪	পরা,	পরামর্শ
৫	অপি,	অপিধান	১৫	পরি,	পরিচয়
৬	অভি,	অভিধান	১৬	প্র,	প্রকাশ
৭	অব,	অবকাশ	১৭	প্রতি,	প্রতিকার
৮	আ,	আকাঙ্ক্ষা	১৮	বি,	বিপদ, বিস্ময়
৯	উৎ,	উৎকৃষ্ট	১৯	সং,	সংস্পর্শ
১০	উপ,	উপকার	২০	সু,	সুকৃত।

এ সকল উপসর্গের অধিক উদাহরণের ও প্র-

ত্যেকের অর্থ সকল জানিবার নিমিত্ত সংস্কৃত কিম্বা গৌড়ীয় অভিধান দৃষ্টি করিতে পারেন।

নবম অধ্যায়।

সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ।

যে কোন শব্দ দুই বাক্যের অন্তর্গত হইয়া ঐ দুইয়ের তাৎপর্য্যকে পৃথকরূপে অথবা সাহিত্যে বোধ করায়, কখন বা পদদ্বয়ের মধ্যে উচিত মতে বিন্যস্ত হইয়া এক ক্রিয়াতে ঐ দুইয়ের সমানরূপে সম্বন্ধ বোধ জন্মায়, তাহাকে সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ কহি; যেমন রাম এ নগরে বাস করিবেন যদি রাজাকে ধার্ম্মিক দেখেন; রাম নগরে গেল, কিন্তু শ্যাম তাঁহার সঙ্গে গেলেন না; রাম ও শ্যাম উভয়ে বিজ্ঞ হয়েন; এস্থলে 'যদি' শব্দের দ্বারা সাহিত্য, 'কিন্তু' শব্দের দ্বারা পার্থক্য, 'ও' শব্দের দ্বারা সমতারূপে ক্রিয়া সম্বন্ধ বুঝাইল।

ইংরেজী ভাষার ন্যায় গৌড়ীয় ভাষাতে সমুচ্চয় বিশেষণ শব্দ সকল অব্যয় হয়, এবং ইংরেজী ভাষার সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ শব্দের সহিত ইহার অর্থের ও প্রয়োগের প্রায় সমতা আছে; এনিমিত্ত

স্ব২ শব্দ সর্ব্বদা ব্যবহারে আইসে, সে সকল শব্দের গণনা করা যাইতেছে, এবং যে২ শব্দের প্রয়োগের নিশ্চয় হঠাৎ বোধ না হয় তাহার উদাহরণও দেওয়া যাইতেছে।

এবং, যদি, যদ্যপি, তবে, যে; যেমন তিনি কহিলেন যে তোমার সহিত তাহার শত্রুতা নহে।

যেহেতু, কেননা, কারণ, অতএব, এ কারণ, এ নিমিত্তে, ও, আর, কিন্তু, বরং, তথাপি, তত্রাপি, তবু; যেমন, বরং আমি দেশ ত্যাগ করিব, তথাপি (তত্রাপি, তবু) দুষ্ট রাজ্যে থাকিব না।

যদ্যপিও, যেমন যদ্যপিও ব্রাহ্মণ অতিশয় মান্য হন, তথাপি দুর্বৃত্ত ব্রাহ্মণ কদাপি মান্য নহেন।

কিম্বা, অথবা, বা, অনিশ্চয় স্থলে প্রযোগ হয়, যেমন আমি বা যাই, তিনি বা না যান, ইত্যাদি।

আমি তাঁহার বাটী যাইব না, যদিও (যদ্যপিও) তিনি নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, ইত্যাদি স্থলে অর্থাধিক্যার্থে যদ্যপিও যদিও ইহার প্রযোগ হয।

পূর্ব্বোক্ত সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ সকল পদদ্বয়ের অন্বয়বোধে প্রযুক্ত হয় কেবল, এবং, আর, ও, কিম্বা, ইহারা পদদ্বয়ের অথবা শব্দদ্বয়ের অন্বয়বোধে ব্যবহারে আইসে। প্রথমের উদাহরণ, আমি পড়িতেছি, এবং আমার ভ্রাতা পড়িতেছেন। দ্বিতীয়ের উদাহরণ, আমি আর আমার ভ্রাতা পড়িতেছি;

তিনি থাকিবেন কিম্বা আমি থাকিব, আমি অথবা তিনি থাকিবেন। 'ও' যখন সমুচ্চয়ার্থে এবং অর্থাধিক্য বিষয়ে কোন সংজ্ঞার কিম্বা প্রতিসংজ্ঞার পরে প্রযুক্ত হয়, তখন অন্য এক ক্রিয়া, সে উক্ত কিম্বা উহ্য হউক, তাহার সহিত অন্বয়বোধক হয়, যেমন আমিও যাইব, অর্থাৎ তুমি যাইতেছ, এ ক্রিয়ার উহ্য হইয়াছে, তুমি যাইতেছ আমিও যাইব; আমাকেও তুচ্ছ করিলেক, অর্থাৎ সে পূর্ব্বে অন' সকলকে তুচ্ছ করিয়াছিল, এখন আমাকেও তুচ্ছ করিলেক। ইহার বিশেষ বোধের নিমিত্ত ৩৮। ৩৯ পত্রে দৃষ্টি করিবেন।

দশম অধ্যায়।

অন্তর্ভাব বিশেষণ।

যে সকল শব্দ বক্তার অন্তঃকরণের ভাবকে কখন বাক্যস্থিত হইয়া কখন বা কেবল স্বয়ং উচ্চারিত হইয়া বোধ জন্মায়. তাহাকে অন্তর্ভাব বিশেষণ কহি, যেমন হায়, আমি অযোগ্য কর্ম্ম করিলাম।

এ প্রকার শব্দ সকল নানাবিধ অন্তঃকরণের ভাব সকল কহত নানা প্রকার হয়, ইহার মধ্যে

কথক শব্দ চিন্তা অথবা বেদনাকে জানায়, যেমন হায়, আঃ, উঃ, ইত্যাদি ; আর কথক শব্দ রক্ষার প্রার্থনাতে প্রয়োগ হয়, যেমন ত্রাহি, দোহাই, ইত্যাদি। আহা, এ দয়ার সূচক হয় ; হা, খেদোক্তি ; ছি, ঘৃণাবোধক ; আচ্ছা, বাহবা, উত্তম, ইত্যাদি, প্রশংসাসূচক ; হাঁ ইত্যাদি স্বীকারার্থ ; হাঁ হাঁ, ঝটিতি বারণার্থে ; মহাভারত, রাম২, অযোগ্য বিসয়ের সূচক ; আশ্চর্য্য, কি আশ্চর্য্য, ইত্যাদি, অদ্ভুতবোধক। আভিমুখ্য প্রার্থনাতে, ও, হে, গো, রে, লো, ইত্যাদি, ব্যবহার হইয়া থাকে, যাহাকে সম্বোধনবোধক অব্যয় শব্দ কহিয়া থাকেন।

লো ইহার প্রয়োগ স্ত্রী লোকের সম্বোধনে, আর রে ইহার প্রয়োগ পুরুষের সম্বোধনে অসন্মানার্থে হইয়া থাকে ; গো উভয় সম্বোধনে সামান্য আদরে প্রয়োগ হয় ; হে কেবল পুরুষ সম্বোধনে অথবা জন সমুহের সম্বোধনে প্রযুক্ত হয়, এবং গো হইতেও ন্যূনাদরে ব্যবহার করা যায়। ও, সর্ব্বসাধারণ সম্বোধনে উক্ত হয়, এবং সম্বোধ্যের পূর্ব্বে সর্ব্বদা আইসে, যেমন ও মহারাজ, ও দুরাশয়, ও ঠাকুর, ইত্যাদি ; কিন্তু ও ভিন্ন সম্বোধনবাচক সকল শব্দ নামের পরে অথবা নিযোজন প্রকার ক্রিয়ার পরে

অভিহিত পদের প্রথম পুরুষ, দ্বিতীয় পুরুষ. তৃতীয় পুরুষ, ভেদেই ক্রিয়ার রূপান্তর হইয়া থাকে, লিঙ্গ এবং সংখ্যাতে কোন বিশেষ নাই, যেমন আমি যাইব, তুমি যাইবে, তিনি যাইবেন। ইহার বিশেষ ৫৩ পত্রে লেখা গিয়াছে।

সকর্ম্মক ক্রিয়া যাহাকে ব্যাপে সে কর্ম্মপদ হয়, এবং কর্ম্মপদের চিহ্ন রাখে, যেমন আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি। ইহার বিশেষ ১৭। ১৮ পত্রে ও তাহার ক্রোড়স্থ টীকাতে পাইবেন।

যে সকল নাম ক্রিয়ার কাল কিম্বা স্থানকে কহে তাহাকে অধিকরণ কহি, যেমন আমার ঘরে প্রাতে বসিয়াছেন। ১৯। ২০ পত্রে ইহার বিবরণ পাইবে।

যখন কোন নামের দ্বারা ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় তখন সে নাম বিকল্পে অধিকরণ কারকের চিহ্ন ধারণ করে, যেমন রাম খড়্গেতে অথবা খড়্গের দ্বারা শিরশ্ছেদ করিলেন। বিশেষ ২০ পত্রে দেখিবে।

যখন এক নাম অন্য নামের অর্থকে সঙ্কোচ করে তখন তাহাকে সাম্বন্ধিক কহি, যেমন রামের ঘর। ইহার বিশেষ ২০ পত্রে দেখিবে।

যখন এক বিশেষ্য শব্দের গুণের উৎপ্রেক্ষা অন্য এক বিশেষ্য শব্দের সহিত হয় তখন যাহার

গুণের ন্যূনতা থাকে তাহার পরে 'হইতে' ইহার প্রয়োগ হয়, আর সেই শব্দের রূপ অভিহিত পদের ন্যায় হইয়া থাকে, যেমন স্ত্রীহইতে পুরুষ বলবান্ হন। ইহার বিশেষ ৫০। ৯৭ পত্রে দেখিবেন।

বিশেষণ পদ ভূরি স্থলে বিশেষ্য পদের পূর্ব্বে স্থাপিত হয়, যেমন ভাল মনুষ্য, বড় ঘর। ৪৭ পত্রে ইহার বিশেষ দেখিবেন।

বাক্য প্রায় বিশেষ্য শব্দের অভিহিত পদে আরব্ধ হয়; কিন্তু যদি গুণাত্মক বিশেষণ শব্দ থাকে তবে সুতরাং তাহার পূর্ব্বে আসিবে, আর বাক্যশেষে সর্ব্বদা ক্রিয়া আসিয়া থাকে, কিন্তু বাক্যের অন্য অঙ্গ, যেমন ক্রিয়াপেক্ষক্রিয়াত্মক বিশেষণ ও বিশেষণীয় বিশেষণ এবং সম্বন্ধীয় বি-শেষণ ও সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ ও অন্তর্ভাব বিশেষণ, ইহাদের জন্যে বাক্যেতে কোন বিশেষ স্থান নির্ণয় নাই; তাহাদের উদাহরণ পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যাহা লেখা গিয়াছে, তদ্দৃষ্টিতে তাহাদের প্রয়োগ করিবে, যেমন এক বৃহৎ ব্যাঘ্র বনহইতে গ্রামের মধ্যে রাত্রিকালে প্রবেশ করিয়া তথায় নানা উপদ্রব ভূরি কাল ব্যাপিয়া করিতেছিল, পরে এক

সাহসান্বিত মনুষ্য সেই পশুর সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে নষ্ট করিলেক; সেই অবধি গ্রামের লোক স্বচ্ছন্দতাপূর্ব্বক আপন২ কর্ম্ম করিতেছেন।

এ প্রকার বিশেষণীয় বিশেষণ, যেমন ভাল মন্দ ইত্যাদি; তাহারা যুক্ত ও অযুক্ত ক্রিয়ার পূর্ব্বেই আইসে, যেমন সে ভাল লেখে, সে ইংরেজী ভাল লেখে।

কখন২ বাক্য, বিশেষত হ্রস্ব বাক্য, অভিহিত পদ ব্যতিরেকেও অন্য পরিণামের পদে আরব্ধ হয়, যেমন তাহাকে আমি কদাচ ত্যাগ করিব না; মনুষ্যের চরিত্র মনুষ্যকে মান্য কিম্বা অমান্য করে; সুনীতি ব্যক্তির বিদ্যা অতি শোভার কারণ হয়; যাহাহইতে লোক নির্ব্বাহের বিঘ্ন হয় না সে সুনীতি মনুষ্য হয়।

যুক্ত নাম সকল কি গৌড়ীয় কি সংস্কৃত, যাহার বিবরণ ৩৬ পৃষ্ঠে করা গিয়াছে আর অনিয়মিত যুক্ত ক্রিয়া সকল, অযুক্ত নামের ও অযুক্ত ক্রিয়ার সূত্রের অনুগত হয়, যেমন পণ্ডিতদের মণ্ডলীতে তিনি তোমার প্রশংসা করিলেন। ইহাকে যুক্ত করিবার প্রকার এই, পণ্ডিতমণ্ডলীতে তিনি তো-মাকে প্রশংসা করিলেন। উভয় স্থলেই মণ্ডলী

এই শব্দ অধিকরণ পরিণাম আছে, করণ ক্রিয়া উভয় স্থলেই সকর্ম্মক; প্রভেদ এই, যে 'প্রশংসা' পূর্ব্ব উদাহরণে কর্ম্ম হয়, আর পরের উদাহরণে 'তোমাকে' কর্ম্ম হইয়াছে।

ক্রিয়ার চতুমর্থ পদ যে রূপে হওন এই ক্রিয়ার সহিত সংযুক্ত হইয়া রূপ হয়,তাহা ৭৩ পত্রে দৃষ্টি করিলে জানিতে পারিবেন।

'তো' ইহা কখন২ কথোপকথনে এবং কবিতায় অভিহিত পদের অথবা তাহার ক্রিয়ার সহিত সংযুক্ত হয়, যেখানে প্রয়োজনসিদ্ধি বিষয়ে সন্দেহ জন্মে অথবা ক্রিয়াতে নিশ্চয় জানাইবার অভিপ্রায় থাকে, যেমন আমি তো যাই, অর্থাৎ আমি যাই, যদ্যপিও কার্য্যসিদ্ধির নিশ্চয় নাই; আমি তো করিব, অর্থাৎ আমি অবশ্যই করিব, অন্যে করে আর না করে। কিন্তু অভিহিত পদ ভিন্ন অন্য কোন পরিণামের সহিত সংযুক্ত হইলে প্রায় কোন বিশেষ অর্থসূচক হয় না, কখন বা নিশ্চয়ার্থ বোধক হয়; যেমন তাহাকে তো দেখিব, অর্থাৎ তাহাকে অবশ্য দেখিব। সেই রূপ কথোপকথনে ও কবিতায় 'কো' ইহার সংযোগ অভাব ঘটিত ক্রিয়ার সহিত কদাচিৎ প্রযুক্ত হয়; ইহাতে কোন

অর্থান্তরের বোধ হয় না, যেমন আমি যাব নাকো. অর্থাৎ আমি যাব না; আমি গেলাম নাকো, অর্থাৎ আমি গেলাম না।

পরে লিখিত বাক্য সকলের দ্বারা ব্যক্ত হইবেক যে বক্তা ও যাহার প্রতি বলা যায় এ উভয়ের মর্য্যাদানুসারে নানা প্রকার বাক্য প্রবন্ধ হয়; তাহার মধ্যে যে সকল ভাষাতে পারস্য শব্দ আছে তাহাদিগে গৌড়ীয় ভাষাতে হিন্দুস্থানীয় ভাষার দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; যেমন ভৃত্য, অতি মর্য্যাদাবান্ প্রভুর আদেশ জানিবার নিমিত্ত, এই রূপ কহিয়া থাকে, যে 'এ ভৃত্য কিম্বা এ গোলাম হাজির আছে, হজুরহইতে কি আজ্ঞা হয়?'

প্রধান জাতীয় লোককে কোন প্রার্থনার আকাঙ্ক্ষায় এই রূপ কহিয়া থাকে, যে 'অনেক দিবস ঐ পাদপদ্ম ধ্যান করিতেছি,' 'ঠাকুরের কৃপা বিনা নিস্তার নাই।' প্রধান মনুষ্যকে সাপেক্ষ ব্যক্তি এইরূপ কহিয়া থাকে, যে 'এ পরিজন মহাশয়ের অনেক ভরসা রাখে।'

মহাশয় এবং আপনি তুল্য মর্য্যাদাবান্, বিশিষ্ট লোকেরা পরস্পর কহিয়া থাকেন। এ দুই শব্দের সহিত তৃতীয় পুরুষের ক্রিয়া প্রয়োগ হইয়া থাকে,

যাহা ৬৭ পত্রে লিখিয়াছি, যেমন মহাশয় কিম্বা আপনি কি করিতেছেন? আপনহইতে কনিষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি তুমি পদ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, এবং কখন২ সমান ব্যক্তির প্রতিও পরস্পর অধিক সখ্যতা থাকিলে প্রয়োগ হয়, যেমন তুমি পত্র প্রস্তুত করিয়াছ। তুই ইহার প্রয়োগ অতি ক্ষুদ্র ভৃত্যের প্রতি অথবা অতি ক্ষুদ্র জাতীয়ের প্রতি হইয়া থাকে যদি তুচ্ছত্ব অভিপ্রেত হয়, যেমন তুই কোথা যাইতেছিস্?

ছন্দঃ।

ছন্দঃশব্দে তাহাকে কহি যাহার পাঠের দ্বারা পদ সকলের ধ্বনির পরস্পর লঘু গুরু ভেদে আনুপূর্ব্বিক বিন্যাসের জ্ঞান হয়।

গৌড়ীয় ভাষাতে সংস্কৃতানুসারে আ, ঈ, ঊ, ঋ, ৯, এ, ঐ, ও, ঔ, এই কয় স্বর গুরু হয়, ইহার স্বতন্ত্র উচ্চারণ কিম্বা হলের সহিত উচ্চারণ উভয় প্রকারেই গুরু হইয়া থাকে, যেমন আ, কা, ঈ, কী, ইত্যাদি। ইহাদের উচ্চারণগত কিছু বৈলক্ষণ্য নাই যখন কোন হলের পূর্ব্বে কিম্বা অনুস্বর কিম্বা বিসর্গের পূর্ব্বে আইসে, যেমন আক্ ঈক্ ইত্যাদি আং আঃ। কিন্তু অ, ই, উ, ঋ, ৯, ইহাদের লঘুসংজ্ঞা হয় যখন স্বতন্ত্র অথবা এক ও অনেক হলবর্ণের সহিত পশ্চাৎ যুক্ত হইয়া উচ্চারিত হয়। অ, ই, ক, কি, ত্র, ইত্যাদি,

যখন সংযুক্ত হলের পূর্ব্বে কিম্বা অনুস্বর ও বিসর্গের পূর্ব্বে অথবা এক হলের পূর্ব্বে যাহার পরে স্বর না থাকে, তখন গুরু উচ্চারণ হয়; যেমন শব্দ, বৃন্দ, অং, অঃ, অক্, কক্, ইত্যাদি।

এক বাক্যে শব্দ সকল আনুপূর্ব্বিক যদি এরূপ থাকে যে পরস্পর ধ্বনির লাঘব গৌরব পরিমাণে শ্রবণে সুশ্রাব্য হয়, তবে তাহাকে কবিতা কহি, যাহাদ্বারা চিত্ত বিকার হইবার সম্ভাবনা আছে, বিশেষত যদি সেই কবিতা গান সম্বলিত হয়।

গৌড় দেশে, না গীতের শৃংখলা আছে, না গৌড় দেশীয় ভাষাতে কবিতার পারিপাট্য উত্তমরূপে আছে. সুতরাং ইহার ছন্দঃ প্রকরণ জানিবার কোন বিশেস প্রয়োজন নাই; এনিমিত্ত কেবল দুই তিন ছন্দ যাহা কবিতাতে ভূরি ব্যবহার্য্য হয় তাহাই এ স্থলে লিখিলাম অতএব ছন্দোবিষয়ে পৃথক্ পরিচ্ছেদ করিলাম না।

প্রথমতঃ পয়ার, তাহার দুই চরণ, তাহাতে উভযের শেষ অক্ষরে এক জাতীয় হল ও স্বর হয়, প্রত্যেক চরণে চতুর্দ্দশ অক্ষর হয়, তাহাতে সাতহইতে ন্যূন নহে চতুর্দ্দশের অধিক নহে ধ্বন্যাঘাত হইয়া থাকে; যথা।

* ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২
রাজা বলে গোসাঁই বাসায় আজি চল।
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪
করা যাবে উপযুক্ত কালি যেবা হল;

---

*এই সকল অঙ্কের দ্বারা ধ্বন্যাঘাতের প্রভেদ জ্ঞান হয়, যেমন,
১ ২ ৩ ৪
রা, জা, ব, লে, ইত্যাদি।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
ডাক্ হাক্ ঢাক্ ঢোল্ মাল্ সাট্ সার।
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২
বাক্যেতে পর্ব্বত কিন্তু কার্য্যে তিলাকার।

দ্বিতীয় ত্রিপদী, যাহার দুই চরণ হয়, এবং পয়ারের ন্যায় উভয়ের শেষে এক জাতীয় হল ও স্বর হয়, প্রত্যেক চরণ তিন বিভাগ। তাহার প্রথম দুইয়ের আট অক্ষর এবং অন্তে এক জাতীয় অক্ষর হইয়া থাকে, আর তৃতীয় ভাগ দশ ২ অক্ষর হয়।

নদী যেন গড়খানা দ্বারে হবসির থানা
দূরে হতে * দেখে হয় শঙ্কা।
দয়া সর্ব্বমঙ্গলার লঙ্ঘিবারে শক্তিকার
সমুদ্রের মাঝে যেন লঙ্কা।

এ ভাষায় আর এক প্রকার ত্রিপদী ব্যবহার্য্য হয়, যাহা পূর্ব্বাপেক্ষ স্বল্পাক্ষর হইয়া থাকে, অর্থাৎ প্রথম দুই২ অংশে আট অক্ষরের স্থানে ছয় ২ অক্ষর হয়, আর তৃতীয় অংশে দশের স্থানে আট ২ অক্ষর হইয়া থাকে; যেমন।

আমাকে কাশীতে, না দিল বহিতে, ভূতনাথ কাশীবাসী।
সেই অভিমানে, আমি এই স্থানে, করিব দ্বিতীয় কাশী।

অন্য আর এক ছন্দঃ যাহাকে তোটক কহি গৌড়ীয় ভাষাতে, ইহার দুই চরণ হইয়া থাকে, প্রত্যেকে বার ২,

---

* কথোপকথনে ও কবিতাতে 'হইতে' ইহার ইকার লোপ হইয়া 'হতে' এ প্রকার রূপ হয়। তদ্রূপ 'যেমন' হইতে 'যেন' ইত্যাদি শব্দের বিশেষ পাঠকেরা অন্য ২ কবিতাগ্রন্থ দৃষ্টিতে জানিবেন।

অক্ষর হয়; তাহার তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম, দ্বাদশ, গুরু হইয়া থাকে, অন্য সমুদায় লঘু অক্ষর হয়; যেমন,

দ্বিজ ভাবত তোটক ছন্দ ভণে।
কবিরাজ কহে যত গৌড় জনে।

এই ছন্দে পূর্ব্ব ছন্দের বৈপরীত্য হেতুক বিশেষ অবধান হয়। ইতি॥

সমাপ্তি।